ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-87 ■ 2 January, 2025 ■ আগরতলা ২ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১৭ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা ও পুর্নগঠিত আবহাওয়া ভিত্তিক শস্যবিমা প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ল

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা এবং পুনর্গঠিত আবহাওয়াভিত্তিক শস্য বিমা প্রকল্প ২০২৫-২৬ সাল পর্যন্ত জারি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বাবদ ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ সালের জন্য মোট ৬৯৫১৫.৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত দেশজুড়ে অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে কৃষকদের ফসলহানির ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হবে।

প্রকল্প রূপায়ণে বৃহৎ মাত্রায় প্রযুক্তির প্রয়োগ হলে স্বচ্ছতা বাড়বে। দাবির অঙ্ক নিরুপণ ও নিষ্পত্তি সহজ হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত ৮২৪.৭৭ কোটি টাকার একটি তহবিল (এফআইএটি) গড়ে তোলার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে।

এই তহবিলের অর্থ ইয়েস-টেক, উইন্ডস প্রভৃতি প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রকল্প এবং গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে খরচ করা হবে।

প্রকল্পে দূরসংবেদী প্রযুক্তির সাহায্যে শস্যের ফলনের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রযুক্তি ভিত্তিক পূর্বানুমানের ওপর।

বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক এই ৯টি বড় রাজ্যে এই প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। অন্য রাজ্যগুলিতেও এর রূপায়ণের প্রস্তুতি চলছে। এই প্রকল্প ব্যাপকভাবে চালু হলে ফলস কাটার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং এ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ক্রমশ দূর হবে। ২০২৩-২৪ সালে ইয়েস-টেক পদ্ধতিতে শস্যহানির দাবির অঙ্ক নির্ধারণ ও নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ এই প্রকল্প ১০০ শতাংশ গ্রহণ করেছে। এর আওতায় ব্লক স্তরে স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র (এডব্লুএস) এবং পঞ্চায়েত স্তরে স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টি পরিমাপক স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় স্থানীয় আবহাওয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পেতে বর্তমান নেটওয়ার্ক ঘনত্ব ৫ গুণ বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে কেবলমাত্র সংগৃহীত তথ্যের ভাড়া দিতে হবে। কেরল, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, পুদুচেরী, অসম, ওড়িশা, কর্ণাটক, উত্তরাখণ্ড এবং রাজস্থানে এই প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। অন্য রাজ্যগুলিও এই প্রকল্প রূপায়ণে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা না থাকায় ২০২৩-২৪ সালে রাজ্যগুলিতে এই প্রকল্প রূপায়ণ করা সম্ভব হয়নি। সেইজন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৪-২৫ সালকে এই প্রকল্প রূপায়ণের প্রথম বছর হিসেবে মেনে নিয়েছে। এরফলে রাজ্যগুলি ৯০:১০ অনুপাতে অধিকতর কেন্দ্রীয় তহবিল লাভের সুবিধা ভোগ করবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির কৃষকদের অগ্রাধিকার দিয়ে এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করা হচ্ছে। কেন্দ্র এক্ষেত্রে ভর্তুকির ৯০ শতাংশ বহন করছে। তবে এই প্রকল্প স্বেচ্ছামূলক হওয়ায় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে মোট কৃষিভূমির পরিমাণ কম থাকায় কেন্দ্র এক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব নিয়েছে। তহবিলের অর্থ যাতে ফেরত না চলে আসে, সেজন্য অন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পেও এই অর্থ খরচ করা যাবে।

ভাবনা 'সর্বেষাং সান্তির্ভবতু"

আজ ৪৩তম আগরতলা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ৪৩তম আগরতলা বইমেলা। আগামীকাল বিকাল ৫টায় হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে বইমেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। ১৩ দিনব্যাপী আগরতলা বইমেলা আয়োজনের জন্য হাঁপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাগণ ইতিমধ্যেই তাদের স্টল বইয়ের সম্ভার নিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন। এবার বইমেলার মূল ভাবনা হলো "সর্বেষাং শান্তির্ভবতু"। প্রতিদিন বইমেলা শুরু হবে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে। মেলা চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত। ছুটির দিনগুলিতে বইমেলা শুরু হবে দুপুর ২টায়। মেলা চলবে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্লাবগুলির কাছে পাঠাগারের জন্য বই ক্রয় ও জনগণকে বইমেলা সম্পর্কে সচেতন করতে উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারের বইমেলাতেও প্রতিদিন বইপ্রকাশ, কবি সম্মেলন, আলোচনাচক্র, ক্যুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিল্পীগণ ছাড়াও বহি: রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীগণ অংশ নেবেন। হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত ১৩ দিনব্যাপী আগরতলা বইমেলায় বই প্রেমীদের যাতায়াতের জন্য আগরতলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিনামূল্যে বাস পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এবারের আগরতলা বইমেলায় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের ১৫৯টি স্টল রয়েছে। এর মধ্যে ৪২টি স্টল বহি: রাজ্যের প্রকাশক ও বিক্রেতাদের। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও নয়াদিল্লীর প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাগণ বইমেলায় অংশ নিয়েছেন। প্রতি বছরের মতো এবারও বইমেলার সমাপ্তি দিনে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৪টি পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারগুলির মধ্যে রয়েছে চিত্র ও স্থাপত্য ক্ষেত্রে ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ স্মৃতি পুরস্কার, সাহিত্যে সলিল কৃষ্ণ স্মৃতি পুরস্কার, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জন্য কালীকিংকর দেববর্মা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন ১০ই, চলবে ১৫ই পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে ত্রিপুরা বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে। ৩ দিনের ওই অধিবেশন চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। আজ বিজনেস এডভাইজারি কমিটির(বিএসি) বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, আজ বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন নিয়ে বিজনেস এডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক ইংরেজী বছরের প্রথম বিধানসভা অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। সে মোতাবেক ১০ জানুয়ারী অধিবেশনের প্রথম দিনে শুরুতেই রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ভাষণ দেবেন। আগামী এক বছরের রাজ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন রাজীব

জনগনকে বিভ্রান্ত করার কারিগর হচ্ছে কমিউনিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। জনগণকে বিভ্রান্ত করার কারিগর হচ্ছে কমিউনিস্ট। মানুষকে বিপথে চালিত করারই তাঁদের একমাত্র কাজ। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করেন সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এক দশক ধরে জনগণের সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল স্বচ্ছ ভারত অভিযান। ফলে, প্রায় ১২ কোটি বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর প্রায় ৬০ হাজার শিশুদের মৃত্যুর হার রোধ করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, জনগণকে বিভ্রান্ত করার কারিগর হচ্ছে কমিউনিস্ট। মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে জনসম্মুখে ভুল তথ্য দেওয়াই তাদের কাজ। কিছু দিন ধরে আম্বেদকরের একটি বিষয় নিয়ে তারা আন্দোলনে নেমেছে। হঠাৎ করেই আম্বেদকরকে নিয়ে আবেগপ্রবন হয়ে গিয়েছেন তাঁরা। তৎকালীন সময়ে নির্বাচনে আম্বেদকরকে পরিজিত করার কৌশল করেছিলেন তাঁরা।

লোকপাল দিবস উদযাপন করা হবে ১৬ই

নয়াদিল্লি, ০১ জানুয়ারি ।। আগামী ১৬ জানুয়ারি লোকপাল দিবস উদযাপন করা হবে। সদ্য বিগত বছর ১৪ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ভারতের লোকপাল প্রতি বছর ১৬ জানুয়ারি লোকপাল দবস উদযাপন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রকৃত পক্ষে 'লোকপাল অব ইন্ডিয়া' বা 'ভারতের লোকপাল' শীর্ষক কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছিল ২০১৪-র ১৬ জানুয়ারি তারিখে। সেই মর্মে লোকপাল-এর অনুচ্ছেদ ১(৪) ধারা ক্রমে প্রতি বছর ১৬ জানুয়ারিতেই লোকপাল দিবস পালনের বিষয়টি নির্ধারণ হয়। সেই লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য লোকপাল দিবস-এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সুপ্রিম কোর্ট-এর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫০ লাখের ইয়াবা সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। গতকাল রাতে মুম্বাই আগরতলাগামী এক্সপ্রেস থেকে ২০০ প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে আরপিএফ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৫০ লক্ষাধিক টাকা হবে। সাথে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যায় জিরানিয়া রেলস্টেশনে মুম্বাই আগরতলাগামী এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালিয়েছে আরপিএফ। ওই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ৭০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনেই মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ "মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু" কর্মসূচিতে আসা সমস্যাপীড়িত জনগণের অভাব অভিযোগের কথা শুনেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৩৭তম পর্বে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের সমস্যা, অভাব ও অভিযোগ নিরসনে মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছেন। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি নিয়ে এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা চিকিৎসায় সহায়তার আবেদন নিয়ে আসা ৩ জনকে তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ৭০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তার মঞ্জুর করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে আজ কৈলাসহরের দুর্গাপুরের বেলী মালাকার তার ২২ বছর বয়সী ছেলের চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। বেলী মালাকারের স্বামী পেশায় দিনমজুর। তাদের ছেলের গত দেড় বছর ধরে কিডনি সংক্রান্ত রোগে ভুগছে। চিকিৎসকগণ বেলী মালাকারের ছেলের শীঘ্রই অপারেশন করানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ বেলী মালাকার তার ছেলের উন্নত চিকিৎসা করাতে পারছেন না। বেলী মালাকার তার ছেলের চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বেলী মালাকারের ছেলের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। পাশাপাশি বেলী মালাকারের ছেলের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তীকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগরতলার জয়নগরের সুশান্ত তারণ তার স্ত্রীর চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। সুশান্ত তারণের স্ত্রী গত ৪ বছর ধরে ক্যানসার রোগে ভুগছেন। পেশায় বেসরকারি কর্মী সুশান্ত তারণ তার স্বল্প আয়ে স্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়ের মৃত্যুর জেরে শ্বশুরের উপর প্রাণঘাতী হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। বছরের শেষদিনে রাজধানীর বুকে দুষ্কৃতীদের হামলার জেরে গুরুতর আহত ৫০ উর্ধ নন্দলাল সরকার। বর্তমানে তিনি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, নন্দলাল সরকারের ছেলের সাথে রাধাচরণ দাসের মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর কোনও কারণে মৃত্যু হয় তরুণী বধূর। সেই ঘটনার জেরেই এই হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করছে আহতের পরিবার। তাঁকে দা দিয়ে কুপিয়ে মুখে বিষ ঢেলে দেওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। ইংরেজি নর্ববষের প্রথম দিনে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার। আগরতলা করিমগঞ্জগামী ডেমো ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। ঘটনায় খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত ত্রিষাবাড়ি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে গিয়েছে, আজ সকালে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত ত্রিষাবাড়ি এলাকায় রেললাইনে মৃতদেহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জৈব চাষের প্রসারে জৈব পণ্যের প্রচার অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ঃ শাহ

নয়াদিল্লি, ১লা জানুয়ারী ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সহযোগিতা মন্ত্রকের মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজ নতুন দিল্লিতে সমবায় মন্ত্রকে ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অর্গানিক লিমিটেডের একটি পর্য্যালোচনা বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন। সহযোগিতা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী মুরলীধর মোহল, সচিব শ্রী আশিস কুমার ভুটানি, অতিরিক্ত সচিব শ্রী পঙ্কজ বনসল, ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অর্গানিক লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী মিনেশ শাহ এবং নাবার্ডের চেয়ারম্যান শ্রী শাজি কে. ভি এবং মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে শ্রী অমিত শাহ বলেন, দেশের সমস্ত পিএসিএস (প্যাকস)-কে জৈব মিশনের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত এবং জৈব পণ্যের প্রচারের জন্য একটি অভিযান শুরু করা উচিত। তিনি জোর দিয়ে বলেন, জৈব পণ্যের উৎস চিহ্নিত করতে এবং জৈব পণ্যের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। শ্রী অমিত শাহ বলেন, 'ভারত অর্গানিক' ব্র্যান্ডের আওতায় কৃষকদের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে খাঁটি জৈব পণ্যের একটি শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার দিকে ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ অরগানিক্স লিমিটেড (এনসিওএল)-এর নজর দেওয়া উচিত। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এনসিওএল-এর উচিত 'ভারত অর্গানিক' এর পণ্যগুলির প্রতিটি ব্যাচের বাধ্যতামূলক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বছরের প্রথম দিনে শহরে যান দুর্ঘটনা গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি।। বছরের প্রথম দিনে রাজধানীর মেলার মাঠ এলাকায় গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় আহত হন দুজন। ফায়ার ব্রিগেড এসে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আগরতলা শহরের মেলার মাঠ এলাকায় ইকো গাড়ি ও একটি অটোর সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন দুই জন। এর মধ্যে একজন ৬-৭ বছর বয়সী শিশুও ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেয়। দপ্তরের কর্মীরা এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এদিকে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকাজুড়ে এক গুঞ্জন পরিলক্ষিত হয়েছে। জনতার অভিমত নতুন বছরের রাতে পুলিশের ভূমিকা ছিলনা বলেও অভিয়োগ।

বছরের প্রথম দিনে পর্যটকের ভিড়ে জমজমাট পর্যটন কেন্দ্রগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / চড়িলাম, ১ জানুয়ারি।। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে পর্যটকদের ব্যাপক ভিড় নীরমহলে। নীরমহলে যাওয়ার জন্য রাজঘাটে টিকেট কাউন্টারের সামনে পর্যটকদের দীর্ঘ লাইনেই তা প্রমাণ করছে বর্ষবরণের প্রথম দিনটি আনন্দ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কাটাতে চাইছে রাজ্যবাসী। পর্যটকদের ভিড় দেখে উৎফুল্ল রুদ্রসাগর সমবায় সমিতির কর্তৃপক্ষরা।

প্রথম দিনর ভীড় থেকে এটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আগামী দিনে পর্যটকদের নিকট আরো গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে মেলাঘরের নির্মহল ভ্রমণ। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন যাবত নিরমহলের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো বন্ধ থাকার পর গত বছর ডিসেম্বর মাসে পুনরায় প্রমো ফেস্ট কে কেন্দ্র করে পুনরায় চালু হয়েছে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। একাংশের অভিমত তার ফলেই হয়তোবা পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় রুদ্রসাগরের পাড়ে।

পর্যটকদের ভিড় আগামী দিনে আরো বাড়বে বলে জানান রুদ্রসাগর সমবায় সমিতির সভাপতি এবং সম্পাদক পবিত্র দাস

এবং পরমেশ্বর দাস। পর্যটকদের এই ভিড় থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে আবারও ভ্রমণ পিপাসুদের মনে সমহিমায় জায়গা করে নিচ্ছে নীরমহল।

এদিকে, ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনটিকে বেশ আনন্দ উল্লাসের সাথে কাটালো রাজ্যেবাসি। এদিন সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের সাথে বিশালগড় মহকুমা এলাকার সিপাহীজলা অভয়ারণ্যেও ছিল পর্যটকদের উপচে পড়া ভীড়। প্রায় ১৮.৫৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত এই অভয়ারণ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পর্যটকদের বরাবরই আকর্ষণ করে।

যদিও সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের জোলোজিক্যাল ডাইরেক্টর বিশ্বজিৎ দাস আসার পর নতুন রূপ নিয়েছে অভয়ারণ্য।এই অভয়ারণ্যের অন্যতম আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি পিকনিক স্পট তাছাড়া সুবিশাল জলাশয়ে ঘোরাঘুরি করার জন্য তৈরি নৌকাঘাট।এই সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন ও বনভোজন করতে সকাল থেকে প্রচুর সংখ্যক পর্যটকদের সমাগম হয়। গতবছরের চেয়েও দ্বিগুণ ছিল এবারের পর্যটকদের সংখ্যা।আর বনভোজনে আসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
১৭ পৌষ বৃহস্পতিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

উষ্ণায়ন বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে

গোটা বিশ্বেই উষ্ণায়ন এক ভয়ঙ্কর সৃষ্টি করিতেছে। উষ্ণায়নের মূল কারণ হইলো পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব। এর জন্য দায়ী প্রাণী জগৎ। শেষ করিয়া সভ্যতার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ ইহার দায় অস্বীকার করিতে পারিবে না। প্রতিনিয়ত বনজ সম্পদ ধ্বংস পরিবার ফলে পরিবেশের উপর প্রতিনিয়ত প্রভাব পড়িতেছে। ফলশ্রুতিতে বাড়িতে এসে উষ্ণায়ন। পরিবেশবিদদের নানা সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে সভ্যতা যত উন্নত হইতেছে ততই মানুষ পরিবেশের উপর চরম আঘাত আনিতে শুরু করিতেছে। ইহার ভয়ংকর পরিণতি আমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। পরিবেশ ক্রমাগত দূষণের ফলে দেশের নদীগুলি ক্রমশ শুকাইয়া যাইতেছে। নদীর শুকাইয়া যাওয়ার প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জয়বায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের বুকে আকর্ষণীয় ও বিখ্যাত বেশ কিছু নদী শুকাইয়া যাইতেছে।একবার তালিকার দিকে নজর দিলেই জানা যাইবে, কত বিখ্যাত নদী শুকাইয়া যাইতেছে বিশ্বে।কলোরাডো নদী- এই তালিকায় সবার উপরে রহিয়ায়ছে করোলাডো নদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র দাবদাহে খরা পরিস্থিতি তৈরি হইতেছে বর্তমানে। তাহার প্রভাব পড়িতেছে এই নদীতে। যুক্তরাষ্টত্রের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর প্রায় চার কোটি মানুষের পানীয়, কৃষি ও বিদ্যুতের জন্য এ নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। নদী অববাহিকা রক্ষা করিতে এই নদীর জল ব্যবহার কমানোর আর্জি জানানো হইয়াছে।'পো নদী- ইতালিতে উৎস। এই নদীর অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। লক্ষাধিক মানুষ জীবিকার জন্য পো নদীর উপর নির্ভরশীল। এই নদীর উপর কৃষিকাজ অনেকটাই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। গত সাত দশকের মধ্যে বর্তমানে বিপজ্জনক খরাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে এলাকা। ফলে পো নদীর জল দ্রুত শুকাইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি বোমাও সম্প্রতি মিলিয়াছে পো নদীর তলদেশে।

লয়ার নদী- এই লয়ার নদীটি বেশ কিছু অংশ অগভীর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই নদী-উৎসের বরফ গলিয়া যাওয়ায় নদীর প্রবাহে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্তন ঘটিয়াছে জলস্তরেও। বৃষ্টির অপ্রতুলতায় বহু জায়গায় শুকাইয়া যাইতেছে নদী। মানুষ এই নদী দিয়া হাটিয়াই পার হইয়া যাইতেছে।

পরিবেশের উপর এই বিপজ্জনক প্রভাবের দায় আমরা নিজেরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা নিজেরাই পুরো ভাগে দায়ী। পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব নামিয়া না আসিলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইত না। এই দায় মাথায় নিয়া পরিবেশকে নির্মল রাখিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ নির্মল রাখিবার জন্য প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালন করিলে এই জটিল সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অন্যথায় পরিস্থিতি যে পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সংকট মোকাবেলা করিয়া বাচিয়া থাকা সম্ভব হইবে কিনা তাও প্রশ্ন চিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকে সচেতন হইলে এই জটিল সমস্যাও সহজতর হইয়া উঠিবে। এজন্য প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার—সহ গ্রেফতার ব্যক্তি

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : ব্রাউন সুগারসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম কৃষ্ণ বর্মণ (৩৭)। তিনি বুড়াগঞ্জের বাসিন্দা।

জানা যায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খড়িবাড়ির থানার পুলিশ বুধবার সকালে বুড়াগঞ্জের কালকুট উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে কৃষ্ণ বর্মণকে আটক করে। তল্লাশি করে প্রায় ৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। সাইকেলে করে মাদক বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন। এরপর ব্রাউন সুগার পাচারের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

৪-৬ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরে ভারী তুষারপাতের পূর্বাভাস, ঠান্ডায় উৎফুল্ল পর্যটকরা

শ্রীনগর, ১ জানুয়ারি (হি.স.): এমনিতেই কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত, শ্রীনগরে তাপমাত্রার পারদ রয়েছে হিমাঙ্কের নিচেই। এমতাবস্থায় আগামী ৪-৬ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বুধবার, ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনই তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীরে, এতে উৎফুল্ল পর্যটকরা। ৩ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। এরপর ৪-৬ জানুয়ারি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য জম্মু ও কাশ্মীরে তুষারপাত হতে পারে।ইই

পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি এবং তুষারপাতের পূর্বাভাস : আইএমডি

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি এবং তুষারপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আইএমডি-র বিজ্ঞানী সোমা সেন রায় বুধবার বলেছেন, 'আমরা একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস দিচ্ছি, যা আগামীকাল থেকে সক্রিয় হতে পারে। এর সঙ্গে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সম্ভাবনা রয়েছে... আগামী ৩-৫ দিন পূর্ব, মধ্য এবং উত্তর ভারতে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। আমরা পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাসও দিচ্ছি।

জিএসটি সংগ্রহে ফের রেকর্ড, ২০২৪-এর ডিসেম্বরে কোষাগারে ঢুকল বিপুল অর্থ

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): জিএসটি সংগ্রহে ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। বুধবার ভারত সরকার জানিয়েছে, ২০২৪ সালের জিএসটি সংগ্রহ ৭.৩ শতাংশ বেড়েছে, যা ১,৭৬,৮৫৭ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ১,৬৪,৮৮২ কোটি টাকা ছিল।

কেন্দ্রের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছরের ডিসেম্বরে জিএসটি বাবদ কোষাগারে এসেছে ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৩ সালে একই সময়ে পণ্য ও পরিষেবা কর আদায়ের পরিমাণ ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা ছিল।

হিলি সীমান্তে প্রায় ২১ হাজার ড্রাগ ইনজেকশন সহ গ্রেফতার ৬

পতিরাম, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে মাদক সহ ৬ পাচারকারীকে গ্রেফতার করল পতিরাম থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে ক্রেতার ছদ্মবেশে ৬ পাচারকারীকে গ্রেফতার করল পতিরাম থানার পুলিশ।

ঐতিহ্য এবং সুফিবাদের পীঠস্থান খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাহের ইতিহাস

ইতিহাস, ঐতিহ্য, সুফিবাদ, এবং রহস্যময়তার পীঠস্থান হলো ভারতের রাজস্থানের খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাহ। ধর্ম, সম্প্রদায় এবং ভৌগলিক সীমানার চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের দরবারে এটি এমন এক স্থান অর্জন করেছে, যা পরিদর্শন করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন।

শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীই নন, হিন্দুরা দর্শনার্থীও আজমিরের এই দরগাহে উপস্থিত হন। এখানে নারীরাও প্রবেশ করতে পারেন। বহু হিন্দু নারীই এই দরগাহে আসেন মানত করতে।

এই মুহূর্তে খবরের শিরোনামে রয়েছে আজমিরের দরগাহ, তবে অন্য কারণে। শিব মন্দিরের উপরে এই দরগাহ বানানো হয়েছিল বলে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন হিন্দু সেনা নামে এক সংগঠনের সভাপতি ভিষ্ণু গুপ্তা। তার দাবির স্বপক্ষে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক হরবিলাস সারদারের বইয়ের তথ্য-সহ তিনটে কারণ উল্লেখ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন মি. গুপ্তা এবং সেখানে হিন্দুদের পুজো করার অনুমতির জন্যও আবেদন জানিয়েছেন।

ভিষুঃ গুপ্তার দাবি, মন্দিরের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। অন্যদিকে, আজমির দরগাহের প্রধান উত্তরাধিকারী এবং খওয়াজা মইনুদ্দিন চিশতির বংশধর সৈয়দ নাসিরুদ্দিন চিশতি ওই দাবিকে 'সস্তা প্রচার পাওয়ার জন্য স্টান্ট' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের সম্ভলস্থিত শাহী জামা মসজিদকে ঘিরেও একই দাবি তোলা হয়েছিল। নিম্ন আদালতের নির্দেশে সেখানে জরিপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জরিপ চলছিল। জরিপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে হঠাৎ মসজিদ সংলগ্ন অঞ্চলে তিনদিক থেকে পাথর ও ইটবৃষ্টি শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তাদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। এই ঘটনায় চারজন মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। বিক্ষোভকারী, পুলিশ ও স্থানীয় কর্মকর্তা মিলিয়ে দু'পক্ষের একাধিক ব্যক্তি জখমও হয়েছেন।

এই আবহে, আগামী ২০শে ডিসেম্বর আজমিরের খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাহ সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে। অন্যদিকে, জানুরারি মাসের আট তারিখ খাজা মইনুদ্দিন চিশতির উরস। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিবছর দুই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে শামিল হন কয়েক লক্ষ মানুষ। বেশ আগে থেকেই উৎসবের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই দরগাহকে ঘিরে যে দাবি ও পাল্টা দাবির ঝড় উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে আজমিরের পরিস্থিতি অন্যবারের তুলনায় বেশ আলাদা।

'গরীব নওয়াজ'

আজমিরের খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত দরগাহগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভারত ছাড়াও, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে শুরু করে সুদূর আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানি থেকে মানুষ এই দরগাহ পরিদর্শনে আসেন। দেশ-বিদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং রাজনীতিবিদরা এখানে চাদর দেন।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ রাজস্থানের এই দরগাহ যার নামে তৈরি, তিনি হলেন রহস্যবাদী দার্শনিক ও সুফি সাধক মইনুদ্দিন চিশতি। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি 'গরীব নওয়াজ' নামেই পরিচিত। ঐতিহাসিকদের মতে, ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পরিপন্থী এই দরগাহ সম্প্রীতি ও উদারতার বার্তা দেয় এবং তার নেপথ্যে রয়েছেন স্বয়ং মইনুদ্দিন চিশতি।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন তার গ্রন্থ 'আকবর'-এ যেসব মুসলিম সাধককে 'মুসলিম সাম্যবাদী' হিসাবে বর্ণনা করেছেন সুফি সাধক ও দার্শনিক খাজা মইনুদ্দিন চিশতি তাদের মধ্যে প্রথম।

তিনি ১১৪২ সালে ইরানের সানজার (সিস্তান) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার খ্যাতি ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানা অতিক্রম করার পাশাপাশি ধর্মের গণ্ডিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

বিখ্যাত রহস্যবাদী সাধক খাজা ওসমান হারুনির শিষ্য ছিলেন তিনি।

মইনুদ্দিন চিশতি ১১৯২ সালে প্রথমে লাহোর, তারপর দিল্লি এবং পরে আজমির পৌঁছান। এর আগে, বাগদাদ ও হেরাত হয়ে বেশ কয়েকটা বড় শহর সফরের সময় সেখানকার প্রসিদ্ধ রহস্যবাদী

দার্শনিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন।

তরাইনের যুদ্ধের পর এমন এক সময়ে তিনি আজমিরে আসেন যখন ভারতে মুসলিম শাসন শুরু হচ্ছিল। কুতুবউদ্দিন আইবেক, ইলতুৎমিশ, আরাম শাহ, রুকনুদ্দীন ফিরোজ ও রাজিয়া সুলতানার সময়কার ঘটনা এটা। কথিত আছে, মোহময়ী সাধক ও অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন মইনুদ্দিন চিশতি। জীবনাদর্শ এবং বার্তা বিখ্যাত করে তুলেছিল তাকে। তার খ্যাতির বিষয়ে জানতে পেরে ইলতুৎমিশ নিজে একবার তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বলেও শোনা যায়। কথিত আছে, রাজিয়া সুলতাও বহুবার আজমিরে এসেছিলেন।

খাজা মইনুদ্দিন চিশতি মনে করতেন মানুষ শান্ত থেকেও কারও অত্যাচারকে প্রতিহত করতে পারে। তার এই বার্তার জন্যই যেন সেই সময় ভারত অপেক্ষা করছিল।

বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক এবং আর্য্য সমাজের অনুগামী হরবিলাস সারদা তার বই 'আজমির: হিস্টোরিকাল অ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ' বইয়ে মইনুদ্দিন চিশতির ফকিরানা জীবন শৈলীর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এই দরগাহকে আজমিরের 'ঐতিহাসিক কীর্তি' হিসাবেও বর্ণনা করেছেন তিনি।

তার জীবনদর্শনের বিখ্যাত ছিলেন খাজা মইনুদ্দিন চিশতি। কথিত আছে, বহুদিনই তিনি নিজে একটা রুটি খেতেন কিন্তু ক্ষুধার্তদের জন্য সব সময় লঙ্গর প্রস্তুত থাকত। অসহায় এবং ক্ষুধার্ত দরিদ্রদের প্রতি তার আতিথেয়তার কথা কারোরই অজানা ছিল না। ঐতিহাসিক রানা সাফভি লিখেছেন, "খাজা মইনুদ্দিন চিশতির বক্তৃতা রাজা ও কৃষক উভয়কেই আকৃষ্ট করেছিল। আজমিরের নাম শুনলেই খাজা গরিব নওয়াজ ও তার দরগাহের ছবি মনে ভেসে ওঠে। এই সাধক সমুদ্রের মতো উদার এবং তার অতিথিপরায়ণতা ছিল বিশ্বের মতো ব্যাপক।"

১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু হয় মঈনুদ্দিন চিশতির।

দরগাহ তৈরির ইতিহাস খাজা মইনুদ্দিন চিশতির মৃত্যুর পর তার সমাধিতে এই দরগাহের নির্মিত হয় যা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লির সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। মান্ডুর সুলতান মাহমুদ খিলজি ও তার পরে গিয়াসউদ্দিন সেখানে সমাধিসৌধ এবং সুন্দর একটা গম্বুজ নির্মাণ করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্ভবত প্রথম সম্রাট ছিলেন যিনি ১৩২৫ সালে এই দরগাহ পরিদর্শন করেন।

আর তুঘলক শাসক জাফর খান দরগাহ পরিদর্শন করেছিলেন ১৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। সফরকালে সময় দরগাহের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বহু উপহার দিয়েছিলেন তিনি।

মান্ডুর খিলজি ১৪৫৫ সালে আজমিরের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেন। সেই সময় এই দরগাহ তার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তার শাসনকালে দরগাহের প্রাঙ্গণে বিশাল ফটক, বুলন্দ দরওয়াজা এবং মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এর আগে পর্যন্ত তেমন পোক্ত কোনও নির্মাণ ছিল না সেখানে। ঐতিহাসিকদের মতে, আদি দরগাহ ছিল কাঠের তৈরি। পরে এর উপর একটা পাথরের ছাউনি নির্মাণ করা হয়।

ইতিহাসবিদ রানা সাফাভির মতে, "দরগাহ পরিসরে নির্মাণের প্রথম মজবুত প্রমাণ হল তার গম্বুজ যা ১৫৩২ সালে অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। এটা সমাধির উত্তর দেয়ালে স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটা শিলালিপি থেকে স্পষ্ট।"

"এই সেই সুন্দর গম্বুজ যা আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গম্বুজকে পদ্ম দিয়ে সাজানো হয়েছে এবং রামপুরের নবাব হায়দার আলী খানের দেওয়া একটা সোনার মুকুট এর উপরে স্থাপন করা হয়েছে।"

শেখ মঈনুদ্দিন চিশতিকে নিয়ে অনেকৎ 'গল্প' সংগ্রহ করেছেন ফজলুল্লাহ জামালি। তার মতে দরগায় বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমন হতো এবং হিন্দুদের পক্ষ থেকে মুজাভিরদের উপহারও দেওয়া হত। ফজলুল্লাহ জামালির (মৃত্যু ১৫৩৬) মতে, সেই সময় দরগাহ সাবজাওয়ার, মিহনা, জিল, বাগদাদ এবং হামাদানের লোকদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল।

আকবরের সঙ্গে দরগাহের সম্পর্ক আকবর যখন প্রথমবার এই দরগাহ পরিদর্শনে এসেছিলেন ততদিনে খওয়াজা মঈনুদ্দিন চিশতির খ্যাতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন আকবর গ্রন্থে লিখেছেন, "এক রাতে আকবর আগ্রার নিকটবর্তী একটা গ্রাম থেকে শিকারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। সেখানে কিছু মানুষের মুখে আজমিরের খওয়াজার প্রশংসা শুনে তার অন্তরে ভক্তি জেগে ওঠে। ১৫৬২ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কিছু লোককে সঙ্গে নিয়ে আজমির যাত্রা শুরু করেন।"

আবুল ফজল আবার লিখেছেন, "এক রাতে তিনি (আকবর) শিকারের জন্য ফতেহপুর গিয়েছিলেন। সেই সময় আগ্রা থেকে ফতেপুর যাওয়ার পথে গ্রামের কিছু লোক খওয়াজা মঈনুদ্দিনের গৌরব ও গুণাবলী সম্পর্কে একটি সুন্দর গান গাইছিল।" সেখান থেকেই এই দরগাহের বিষয়ে জানতে পারেন তিনি।

দরগাহের প্রতি মুঘল সম্রাট আকবরের গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন তার'আকবর' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "১৫৭২ সালের এপ্রিল মাসে সন্তান লাভের মানত করে আকবর পায়ে হেঁটে জিয়ারতের উদ্দেশে রওনা হন এবং প্রতিদিন ১৪ মাইল গতিতে ১৬ মঞ্জিল অতিক্রম করে আজমির পৌঁছান।"

কিছু তথ্য আবার বলছে, তিনি সন্তান লাভের আশায় ফতেপুর সিক্রি থেকে খালি পায়ে দরগাহে গিয়েছিলেন। প্রতি বছর দরগাহ পরিদর্শনের জন্য আগ্রা থেকে আজমির পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন তিনি। আকবর দরগাহে একটা মসজিদও নির্মাণ করেছিলেন, যাকে আকবরী মসজিদ বলা হয়।

ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন, "আকবর প্রথম মুঘল শাসক যিনি ১৫৬২ সালে প্রথমবার দরগাহ পরিদর্শন করেছিলেন। দরগাহের সাথে যুক্ত লোকদের উপহার ও অনুদান দিয়েছিলেন।"

তার মতে ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে আকবর তার প্রথমবারের মানত পূরণের জন্য পায়ে হেঁটে দরগাহে এসেছিলেন।

আকবর দেখেছিলেন যে হাজার হাজার দরিদ্র ও তীর্থযাত্রীদের জন্য লঙ্গরের আয়োজন করা হয়েছিল। তাই তিনি আজমির, চিতোর এবং রণথম্ভোরের ১৮টা গ্রাম দিয়ে দেন।

আকবর ১৫৬৯ সালে আজমিরে একটা মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণের নির্দেশ দেন। সেই আদেশ অনুযায়ী তৈরি হয় লাল বেলেপাথরের আকবরী মসজিদ। শাহজাহান ১৬৩৭ সালে একটা সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন যা দরগাহের পশ্চিমে শাহজাহানী দরওয়াজার সঙ্গে অবস্থিত। দরগাহে আগত মানুষদের জন্য আকবর এবং জাহাঙ্গীর অনেক ব্যবস্থা করেছিলেন যার উল্লেখ হরবিলাস সারদার বইয়ে পাওয়া যায়। সম্ভর হ্রদ থেকে দরগাহ ২৫ শতাংশ নুন পেত যার পরিবর্তে সেই সময় মিলত ৭ টাকা। দরগাহের লঙ্গরের জন্য মোট পাঁচ হাজার সাত টাকা দেওয়া হতো।

বৈরাম খাঁর শাসনের অবসানের পরপরই ১৫৬০ সালের একটা সনদের কথা জানা যায় যেখানে দরগাহের এক সেবককে ২০ বিঘা জমি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুঘল সম্রাটদের সঙ্গে দরগাহের যোগ আকবরের প্রথমবার আজমির সফরএর (১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে) আগেই দরগাহের সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই কাজ মুঘলরা ক্ষমতায় থাকাকালীন তো বটেই এমন কী তার পরেও এই সংস্কার অব্যাহত ছিল। দরগাহের বিষয়ে আকবরের আগ্রহ শুরু হয় তার শাসন বর্গের মধ্যে ভারতীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার নীতি থেকে। কিছু ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে মুঘলরা ঐতিহ্যগতভাবে সুফিবাদের নকশবন্দি সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিল। আকবর শুধু খাজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাহেই নয়, দিল্লির অন্যান্য চিশতি সুফিদের সমাধিতেও যেতেন।

ঐতিহাসিকদের মতে দরগাহকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ শুধুমাত্র আকবরের আধ্যাত্মিক চিন্তাই ছিল না, এটা ভারতে মুঘল শাসনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতেও সাহায্য করেছিল।

ব্রিটিশ শাসনামলেও এই দরগাহ আধ্যাত্মিক গুরুত্বের কেন্দ্র ছিল। তবে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আসে।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের বিশ্বাস আজমিরের এই দরগাহ পরিদর্শনে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা আসেন এবং এই পরম্পরা শত শত বছর ধরেই চলে আসছে। বার্ষিক উরস উৎসবের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হন এবং এই রীতিই এখনও চলে আসছে। এখানে নারীদের অবাধ প্রবেশ রয়েছে। হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নারীরাও এই দরগাহ দর্শনের জন্য আসেন, কেউ বা নিজের মনোকামনা পূরণের জন্য মানত করেন।

শুরু থেকেই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মানুষেরা এই দরগাহে আসতেন, সেই রীতি এখনও রয়েছে।

উরস এবং মিলাদ- উন- নবী এই দুই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয় এই দরগাহে। ঐতিহাসিকদের মতে, খওয়াজা মঈনুদ্দিন চিশতির এমন এক স্থানকে আধ্যাত্মিকতার জন্য বেছে নিয়েছিলেন যা হিন্দুদের জন্য ইতিমধ্যে পবিত্র ছিল। সেখানে ব্রহ্মার মন্দির রয়েছে। আর খওয়াজা মৈনুদ্দিন চিশতির হাত ধরে আজমির দুই সম্প্রদায়ের মানুষেরই তীর্থের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক দাবি ও পাল্টা দাবি প্রায় ৮০০ বছরের ইতিহাসে দিল্লির সুলতান, মুঘল সম্রাট, রাজপুত, মারাঠা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী থেকেছে , খওয়াজা মইনুদ্দিন চিশতির দরগাহ। তবে এর আগে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে কেউ আদালতের দ্বারস্থ হননি যেমনটা এখন হয়েছে।

হিন্দুসেনার জাতীয় সভাপতি বিষ্ণু গুপ্তার দাবি, দরগাহের নিচে হিন্দু মন্দির রয়েছে। হরবিলাস সারদার বইয়ের তথ্যকেই তার মামলার অন্যতম ভিত্তি করেছেন তিনি। মি গুপ্তার কথায়, "ব্রিটিশ শাসনামলে আজমির মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন হরবিলাস সারদা, ১৯১১ সালে লেখা তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে দরগাহ মন্দিরের উপর নির্মিত হয়েছিল। আমরা তার উপর ভিত্তি করে আবেদন তৈরি করেছি।" "আমরা নিজেদের পর্যায়ে গবেষণা করেছি এবং বইয়ে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দরগাহ পরিদর্শন করেছি। একটা হিন্দু মন্দির ভেঙে দরগার কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। দরগার দেওয়াল ও দরজায় খোদাই করা ছবি হিন্দু মন্দিরের কথা মনে করিয়ে দেয়।"

তার দাবির তৃতীয় ভিত্তি সম্পর্কে বিষ্ণু গুপ্তার বলেন, "আজমিরের প্রত্যেক মানুষ জানেন এবং তাদের পূর্বপুরুষরাও বলছেন যে সেখানে একটা শিবলিঙ্গ ছিল।" তিনি বলেন, "আমাদের বক্তব্য হলো এটা আজমির দরগাহ নয়, এটা সঙ্কটমোচন মহাদেব মন্দির। দরগাহ উপরে রয়েছে, নিচে ভগবান শিবের মন্দির ছিল।"

১৯১১ সালে হারবিলাস সারদার লেখা বই 'আজমির: হিস্টোরিকাল অ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ'-এ একাধিক বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। বইয়ে দরগাহ খাজা মইনুদ্দিন চিশতিরও একটা অধ্যায় রয়েছে। ৯৭ নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদে দরগাহে মহাদেব মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে। ইংরেজিতে লেখা ওই বইয়ের বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, "ঐতিহ্য অনুসারে বলা হয় বেসমেন্টের ভিতরে একটা মন্দিরে মহাদেবের মূর্তি রয়েছে, যার উপর একটা ব্রাহ্মণ পরিবার প্রতিদিন চন্দন কাঠ রাখত।"

এর ভিত্তিতেই বিষুঃ গুপ্তা আদালতে আবেদন জানিয়েছেন। আজমির শরিফের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা অঞ্জুমান কমিটি মি. গুপ্তার দাবি খারিজ করে দিয়েছে।

অঞ্জুমান কমিটির সেক্রেটারি সৈয়দ সরওয়ার চিশতি বিবিসিকে বলেন, "আমরা বংশানুক্রমিক খাদিম, যারা গত ৮০০ বছর ধরে দরগাহের সঙ্গে সম্পর্কিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য কাজ করছি। কিন্তু এক্ষেত্রে (মামলায়) আমাদের কোনও পক্ষই করা হয়নি।" তিনি বলেন, "আঞ্জুমান কমিটি খাদিমদের প্রতিনিধিত্ব করে, আর দরগাহ কমিটি শুধু তদারকির কাজ করে। এটা এক ধরনের ষড়যন্ত্র, যা আমরা হতে দেব না। আমরা আমাদের আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছি। আমরা আদালতে যাব।"

হরবিলাস সারদার বই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তার কথায়, "সারদাজি আর্য্য সমাজের সভাপতি ছিলেন। তিনি হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের আমলে তাকে রায় উপাধি দেওয়া হয়। তিনি হিন্দু সুপিরিয়রিটির মতো একটি বই লিখেছেন যা তার মতাদর্শের কথা বলে।" সৈয়দ সরওয়ার চিশতি বলেছেন হরবিলাস সারদার ওই বইয়ের কথা সর্বত্র উদ্ধৃত হচ্ছে, তবে ১৯১৫ সালে তার দেওয়া একটা সিদ্ধান্তের কথা কোথাও বলা হচ্ছে না। তিনি বলেন, "১৯১৫ সালে প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সারদাজি লিখেছিলেন যে, দরগাহের খাদিম বংশানুক্রমিক। তাদের উত্তরাধিকার রয়েছে এবং সরগাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।" "একটা বই লেখা এবং রায় দান দুটো ভিন্ন জিনিস। তার বিচারে তিনি কোথাও লেখেননি যে দরগাহে মন্দির ছিল এবং কয়েকজন ব্রাহ্মণ সেখানে উপাসনা করতেন।"

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে অদ্বৈত মল্লবর্মনের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়।

দলের প্রতিষ্ঠা দিবসেই বিধায়কের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্ব

গোসাবা, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : গোসাবায় তৃণমূলের কোন্দল ফের প্রকাশ্যে। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসেই কারাত বিধায়ক সুব্রত মন্ডলের বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন ব্লকের কার্যকরী সভাপতি সুবিদ আলি ঢালি সহ অন্যান্য ব্লক নেতৃত্ব।

বুধবার, ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয় গোসাবার পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

ব্লক স্তরের অনুষ্ঠান এখানেই হয়। উপস্থিত ছিলেন গোসাবা ব্লক তৃণমূলের আহ্বায়ক অনিমেষ মন্ডল, ব্লক তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি সুবিদ আলি ঢালি সহ অন্যান্য ব্লক নেতৃত্বরা। সেই মঞ্চেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুবিদ আলি বলেন, "বিধায়ক সুব্রত মন্ডল একজন মীরজাফর। দলের জেলা পরিষদের প্রার্থী অনিমেষ মন্ডলকে হারানোর জন্য গত ২৩ শের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির হয়ে কাজ করেছেন।

এমনকি ২৪ সালের লোকসভা ভোটেও একই ভাবে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন। প্রমান না দিতে পারলে নাকে খত দেব।" এছাড়াও একের পর এক আর্থিক তছরুপের অভিযোগও বিধায়কের বিরুদ্ধে করেন সুবিদ আলি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এলাকার মানুষের কাছ থেকেও নানা অছিলায় টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সুব্রতর বিরুদ্ধে।

গোসাবার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে সমান্তরাল সংগঠন তৈরি করে দলের ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন বিধায়ক এদিন সেই অভিযোগও ওঠে। সুবিদ আরও বলেন, "অঞ্চলে অঞ্চলে বিজেপি করবেন, সিপিএম, আরএসপি করবেন আর বিধায়কের পদে থেকে তৃণমূলের ক্ষতি করবেন এটা গোসাবায় চলবে না। আমি সুব্রত মন্ডলকে তৃণমূল বলে মনে করিনা।" যদিও এ বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি বিধায়কের। বারবার ফোন করা হলেও ফোন ধরেননি তিনি। এমনকি এসএমএসের উত্তরও দেননি।

এদিন পাঠানখালিতে আয়োজিত দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানেই বিধায়কের অনুপস্থিতিতে ব্লক তৃণমূলের কনভেনর অনিমেষ মণ্ডল নতুন করে ব্লক কমিটি ও অঞ্চল কমিটি ঘোষণা করেন। অনিমেষ বলেন, " আগামী ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন আমাদের সকলের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই দলের নির্দেশে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে নতুন করে ঢেলে সাজানো হল ব্লক কমিটি, অঞ্চল কমিটি।

বাগদায় ধৃত দুই মহিলা অনুপ্রবেশকারী

বাগদা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : আত্মীয়ের অসুস্থতার কারণে বাংলাদেশ যাওয়ার পথে গ্রেফতার দুই মহিলা অনুপ্রবেশকারী। বুধবার দুই বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেফতার করল বাগদা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই মহিলার নাম আজমিরা খাতুন, শিরিনা খাতুন। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বাগদার মাথাভাঙা এলাকা থেকে বুধবার সকালে দুই সন্দেহভাজন মহিলাকে আটক করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে ধৃত দুই মহিলা বাংলাদেশের যশোর জেলার বাসিন্দা। এই দুই মহিলা কয়েক মাস আগে চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করে বাইরের রাজ্যে পরিচারিকার কাজ করতেন। বাংলাদেশ বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে তাঁরা চোরাপথে বাংলাদেশ যাওয়ার জন্য বাগদায় এসেছিলেন। ধৃতদের এদিন বনগাঁ মহাকুমা আদালতে পাঠাচ্ছে বাগদা থানার পুলিশ।

রাজগঞ্জে পালিত হল তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস

জলপাইগুড়ি, ১ জানুয়ারি (হি . স.) : বুধবার জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ৪০ জন রোগীকে ফল বিতরণ করেছে। এছাড়াও সন্ন্যাসিকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রায় ৪০০ জন অভাবী মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রাই, রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, রণবীর মজুমদার, রূপালী দে সরকার, শরবাণী ধারা প্রমুখ।

মালদায় তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে কম্বল বিলি, হুড়োহুড়িতে দেওয়াল ভেঙে জখম একাধিক

মালদা, ১ জানুয়ারি (হি.স.): তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিতে কম্বল নিতে হুড়োহুড়ির জেরে ভেঙে পড়ল দেওয়াল। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কম্বল বিলির আয়োজন করা হয়েছিল তুলসিহাটা বিদ্যালয়ে। যতজনের জন্য আয়োজন ছিল তার দ্বিগুণ লোক ঢুকে পড়ে। তাতেই বাঁধে বিপত্তি। মানুষের ভিড়ে ভেঙে পড়ে একটি দেওয়াল। একাধিকজন জখম হন বলে জানা গেছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে হরিশ্চন্দ্রপুরের ১—বি ব্লক সভাপতির নেতৃত্বে কম্বল ও খিচুড়ি বিলির কর্মসূচি ছিল। তুলসিহাটা হাইস্কুল মাঠে আয়োজন করা হয় এই কর্মসূচির। হাজার দেড়েক মানুষ এই কর্মসূচিতে আসবেন ধরে প্রস্তুতি নেন আয়োজকরা। কিন্তু বাস্তবে হাজির হন প্রায় দ্বিগুণ মানুষ। কম্বল নিতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কর্মী-সমর্থকরা নিজেদের মধ্যে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। ভিড়ের চাপে স্কুলের মাঠে একটি দেওয়ালের একাংশ ভেঙে পড়ে। তাতেই জখম হন কয়েকজন মহিলাও।

সম্ভলের বিতর্কিত জামা মসজিদের কাছে চলছে দ্রুতগতিতে পুলিশ চৌকি নির্মাণের কাজ

সম্ভল, ১ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের সম্ভলে বিতর্কিত জামা মসজিদের কাছে দ্রুতগতিতে পুলিশ চৌকি নির্মাণের কাজ চলছে বলে জানা গেছে। বুধবার সীমানা নির্ধারণের কাজ শেষ হওয়ার পর এখন ঘরের ভিত তৈরি হচ্ছে। চলতি মাসেই পুলিশ চৌকিটি চালু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বুধবার পুলিশ চৌকির নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীশচন্দ্র। তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন। তিনি বলেন, বিগত বছরের ২৪ নভেম্বর সংঘর্ষের পর এখানে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে জামা মসজিদের আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য একটি পুলিশ চৌকি তৈরি করা হচ্ছে। এই পুলিশ চৌকি তৈরি হলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হবে। এখানকার জনগণও পুলিশের কাছ থেকে দ্রুত সাহায্য পাবে বলে তিনি জানান।

ফ্ল্যাটে বান্ধবীকে মদ্যপান করিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, গড়ফা থেকে গ্রেফতার যুবক

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি.স.): এবার খাস কলকাতায় প্রাক্তন সহপাঠীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক ছাত্রকে। জানা গেছে, নির্যাতিতা ও অভিযুক্ত দু''জনেই একটি নামী স্কুলে পড়াশুনা করতেন। স্কুল জীবন শেষ হওয়ার পর তাঁদের আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। শহরের একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করেন ওই তরুণী। অন্যদিকে, কলকাতার একটি বেসরকারি কলেজের ছাত্র অভিযুক্ত। কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ফের যোগাযোগ স্থাপন হয় তাঁদের। এরপরই দেখা করার প্লান করেন তাঁরা।

অভিযোগ, বন্ধুর ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে তরুণীকে মদ্যপান করিয়ে খাইয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন ওই ছাত্র। মঙ্গলবার রাতে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযুক্তকে গড়ফার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তৃণমূল মানে পাওয়ারে থাকা নয়, ফিরহাদের ইঙ্গিতবাহী মন্তব্যে জল্পনা

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেস মানে কেবল পাওয়ারে থাকা নয়, এর পিছনে রয়েছে হাজার হাজার মানুষের আত্মত্যাগ। পুলিশ স্যালুট দিচ্ছে, গাড়ি নিয়ে মন্ত্রীরা ঘুরছে, পদাধিকারীদের পিছনে ১০০ মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটা কিন্তু তৃণমূল নয়। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফিরহাদ হাকিম একথা বলছেন। তবে ঠিক কার উদ্দেশে ফিরহাদের এই বার্তা, তা নিয়েই শুরু হয়েছে জল্পনা। ফিরহাদের এমন মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বাংলার রাজনীতির কারবারিরা।

ফিরহাদ কার উদ্দেশে একথা বললেন? সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। রাজনীতির কারবারিদের মন্তব্য, যাঁর উদ্দেশে বলেছেন, তিনি নিশ্চয়ই দলের প্রভাবশালী নেতা। যাঁর পিছনে '১০০ ছেলে ঘোরে, পুলিশ স্যালুট করে..'

উত্তর প্রদেশে নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ির ধাক্কায় মৃত এক শিশু

প্রয়াগরাজ, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : বুধবার উত্তর প্রদেশের সোনাবর্ষ গ্রামে অনিয়ন্ত্রিত গাড়ির ধাক্কায় পিষে মৃত্যু হল ১৩ বছরের এক শিশুর। জানা গেছে , এদিন সকালে গম চাষের জমিতে সেচের জন্য পাম্পিং স্টেশনে পাম্প চালিয়ে সে তার বাবার কাছে ঘুমিয়েছিল। সে সময় একটি নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ির ধাক্কায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ির ধাক্কায় সোনাবর্ষ গ্রামের বাসিন্দা ঋষভ সিংয়ের (১৩) মৃত্যু হয়। গাড়ির চালক পলাতক। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নতুন বছরের প্রথম দিনেই চলে গেলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক অলোক সাহা

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : নতুন বছরের প্রথম দিনেই ৬৪ বছর বয়সে চলে গেলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক অলোক সাহা। কেরিয়ারে ক্লাবকে একাধিক ট্রফি জিতিয়েছেন অলোক।১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ এই টানা ৬ বছর ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের অন্যতম ভরসা ছিলেন অলোক সাহা। ১৯৮৭-তে অলোককে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অধিনায়ক করা হয়।

তাঁর সময়ে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে আইএফএ শিল্ড, ডিসিএম, সঞ্জয় গান্ধী গোল্ড কাপ, কলম্বোয় অনুষ্ঠিত কোকাকোলা কাপ, কলকাতা লিগ, ফেডারেশন কাপ ও দার্জিলিং গোল্ড কাপ, নাগজি ট্রফি, স্ট্যাফোর্ড টুর্নামেন্ট ও এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপ এবং বাংলার হয়ে ১৯৮৮তে সন্তোষ ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগরও ছিলেন তিনি। তাঁর স্মরণে বুধবার ক্লাবের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে।

জমি নিয়ে বিবাদের জেরে গুলিবিদ্ধ আইনজীবী, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নদীয়া, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত ভান্ডারখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে এক আইনজীবীর উপর তিন থেকে চার রাউন্ড গুলি চালানো হয়। তবে টার্গেট মিস করায় আইনজীবীর প্রাণ রক্ষা পায়। অভিযুক্ত বিজয় ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার ধৃতকে আদালতে হাজির করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করা হয়।

প্রসঙ্গত, ভান্ডারখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পানি নালা এলাকায় সুমন ঘোষ নামে এক আইনজীবীর জমি রয়েছে। সুমন ঘোষের অভিযোগ, তাঁর জমির পিছনে একই এলাকার বিজয় ঘোষ নামে এক মাটি মাফিয়ার জমি রয়েছে। তার মাটি বোঝাই গাড়ি সুমনের জমির উপর দিয়ে যায়। প্রতিবাদ করলে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বিজয় ঘোষের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সুমন ঘোষ তার বাবা এবং প্রতিবেশীদের সাথে জমি মাপছিলেন তখন বিজয় ঘোষ এবং তার দল হঠাৎ তাদের উপর হামলা চালায়, তারা বুঝতে পারার আগেই হঠাৎ অস্ত্র বের করে সুমনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সে।

আইনজীবী সুমন ঘোষ ও তার বাবা---সহ প্রতিবেশীরা প্রাণ বাঁচাতে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। এরপর সুমন ঘোষ অভিযুক্ত বিজয় ঘোষের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বিজয় ঘোষকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যদিও সুমন ঘোষের অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজয় ঘোষের পরিবার।

বিজয় ঘোষের স্ত্রী জানান, সুমন ঘোষের কাছ থেকে জমি কেনার জন্য নগদ টাকা দিয়েছিলেন বিজয় ঘোষ। রেজিস্ট্রেশন করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি করেননি। উল্টো সুমন ঘোষ তাকে পুলিশি হুমকি দিতেন। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

মধ্যপ্রদেশে যাত্রীবোঝাই অটো থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

রাজগড়, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : বুধবার সকালে মধ্যপ্রদেশের জিরাপুর থানার অন্তর্গত জৈতপুরা গ্রামে যাত্রীবোঝাই অটো থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। জানা গেছে, জিরাপুর থানার অন্তর্গত জৈতপুরা গ্রামের কাছে একটি প্ল্যান্টের সামনে যাত্রীবোঝাই অটো থেকে নিচে পড়ে যান ওই যুবক। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবককে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান , তিনি ভুমারিয়া থানার ভোজপুর গ্রামের বাসিন্দা শ্রীলাল লোধার (৩৫)। বুধবার ময়নাতদন্ত শেষে পুলিশ মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রামকৃষ্ণ মিশনে কল্পতরু উৎসবের আয়োজন

জলপাইগুড়ি, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের সাহুডাঙ্গী রামকৃষ্ণ মিশনে কল্পতরু উৎসবের আয়োজন করা হয়। বুধবার প্রথমে মঙ্গল আরতি, রামকৃষ্ণের পূজা, চণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি ও বিশেষ পূজা করা হয়। এরপর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু ভক্ত সাহুডাঙ্গী রামকৃষ্ণ মিশনে পৌঁছান। আয়োজকরা জানান, ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেব কল্পতরু রূপ ধারণ করেছিলেন। তাই প্রতি বছর জানুয়ারির প্রথম দিনটিকে কল্পতরু উৎসব হিসেবে পালন করা হয়।

NOTICE

i It is for information to all concerned that an interview for engagement to the post of Public Prosecutor (PP), Addl. Public Prosecutor (Addl.PP) and Assistant Public Prosecutor (APP) in the court of Ld Sessions Judge, Ld Addl. Sessions Jullge, Judicial and Executive Magistrate under Dhalai District will be held at 11.30 A.M on 7th January, 2025 in the Video Conference (VC) hall of the office of the undersigned. The concerned candidates who have submitted applications are therefore, requested to appear before the Interview Board along with all original documents / testimonials in support of their suitability for the said assignment.

However, mere selection by the interview board does not confer any right to give appointment to act as Public Prosecutor(PP), Addl. Public Prosecutor (Addl.PP), Assistant Public Prosecutor (APP).

In this connection it may be noted here that the name of the selected candidate will be recommended by the committee for engagement as Public Prosecutor (PP), Addl. Public Prosecutor (Addl.PP), Assistant Public Prosecutor (APP) to the Law Department for according approval.

The interested candidates are therefore, asked to appear before the interviewing board on the date, time & venue mentioned above.

ICA/D-1603/25

Saju Vaheed A, IAS
District Magistrate & Collector
Dhalai District: Jawahanagar

PNIT NO:-17/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2024-25 date: - 30/12/2024 under DWS Division Kalyanpur,PWD:-

Sl No. DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money
1) DNIT NO: 104/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,98,337.00	Rs.9967.00
2) DNIT NO. 105/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,96,700.00	Rs.9934.00
3) DNIT NO. 106/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,99,511.00	Rs.9990.00
4) DNIT NO. 107/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,99,872.00	Rs.9997.00
5) DNIT NO. 108/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,98,275.00	Rs.9966.00
6) DNIT NO. 109/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,94,478.00	Rs.9890.00
7) DNIT NO. 110/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,94,478.00	Rs.9890.00
8) DNIT NO. 111/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,99,640.00	Rs.9993.00
9) DNIT NO. 112 /EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,93,431.00	Rs.9869.00
10) DNIT NO. 113 /EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,80,858.00	Rs.9617.00
11) DNIT NO. 114 /EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,80,858.00	Rs.9617.00
12) DNIT NO. 115/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,80,858.00	Rs.9617.00
13) DNIT NO. 116/EE-KLP/PWD(DWS)/2024-25	Rs. 4,76,651.00	Rs.9533.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form up to 4.00 PM on 09/01/2025 Other necessary detailed information can be seen and tender documents will be sold in the DWS Division office of Kalyanpur & Agartala-I in office hours.

ICA/C- 3102/25

Executive Engineer
DWS Division, PWD
Kalyanpur, Tripura

PNieT No.: 04/EE/NHD(PWD)/BKR/2024-25, Dated. 30.12.2024

The Executive Engineer, NH Division, PWD, Baikhora South District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bids system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD /TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov''t Organization of other State & Central for the following work :-

Sl No.	Name of Work	Estimated cost	Earnest money	Time for completion	Last Date and Time for document Downloading and Bidding	Time and Date of opening of Bid/Technical bid
1	DNIT No. 05/DNIT/EE/PWD/NH/BKR/R/2024-25	Rs.24,27,631.60	Rs.48,553.00	60 Days	Up to 03.00 P.M on 08/01/2025	Up to 11.00 A.M. on 09/01/2025
2	DNIT No. 06/DNIT/EE/PWD/NH/BKR/R/2024-25	Rs. 24,85,428.82	Rs.49,709.00	60 Days		
3	DNIT No. 07/DNIT/EE/PWD/NH/BKR/R/2024-25	Rs.24,62,001.56	Rs.49,240.00	60 Days		
4	DNIT No. 08/DNIT/EE/PWD/NH/BKR/R/2024-25	Rs.24,98,157.15	Rs.49,963.00	60 Days		
5	DNIT No. 09/DNIT/EE/PWD/NH/BKR/R/2024-25	Rs.24,97,817.56	Rs.49,956.00	60 Days		
6	DNIT No. 10/DNIT/EE/PWD/NH/BKR/R/2024-25	Rs.24,83,980.50	Rs.49,680.00	60 Days		

The bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal : https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-3096/25

(Er. Sushen Chakraborti)
Executive Engineer
NH Division PWD, Baikhora
South Tripura

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA

Advt. No. 01/2025

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for direct recruitment to the posts of Youth Organizer, Group-C (Non-Gazetted) under Education (Youth Affairs & Sports) Department, Government of Tripura.

For detailed Advertisement please visit -https://tpsc.tripura.gov.in

The Commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

(S. Mog, LAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

PNIe-T No.:- 20/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25
Dated. 30 -12-2024.

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender for the following works:

Fmail address: eedmr.rnb@gmail.com

1. DNIT No.: 86/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
2. DNIT No.: 87/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
3. DNIT No.: 88/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25. -
4. DNIT No.: 89/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
5. DNIT No.: 31/SE(I)/KGT/2024-25.

Period of downloading of biding documents from 30-12-2024 to 22-01-2025.
Deadline for online bidding :- 22-01-2025 up to 3:00 PM.
Date and Time of opening bid :- 22-01-2025 at 4.00 PM.
Place of opening of bids :- Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar Division, Dharmanagar,(N) Tripura.
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit https://tripuratenders.gov.in
For and behalf of the Governor of Tripura.
ICA/C-3109/25

Executive Engineer
PWD R&B Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-14/EE/RD/DMN/DIV/2024-25 Dt.30/12/2024

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on two bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 13/01/2025 for 04(Four) nos Civil work. For details visit website https://tripuratenders.gov.in / eprocure.gov.in and may contact at phone no. 9862984064 (M)/ email id- eerddmndiv@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-3108/25

Executive Engineer
RD Dharmanagar Division

Short Notice Inviting Tender

Sealed Tenders are hereby invited from reputed owners of vehicle in plain paper for hiring of 1(One) Maruti Ertiga VXI(O) (White Colour) and 1(One) Maruti Wagon R VXI/Maruti Eeco for 1(One) year for the official purpose of the Directorate of Audit, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala, Tripura.

The Tender will be received from 6!" January, 2025 (Monday) to 20th January, 2025 (Monday) in all working days up to 4 pm. The "Tender Box" will be opened in presence of all the bidders on the date of closing i.e. on 20th January, 2025 (Monday) at 4.30 pm if possible or next working day.

Details of Tender may please be seen in www.audit.tripura.gov.in /Notice board of this Directorate.

ICA/C-3094/25

(Sankar Debnath, IAS)
Director, Audit

হরেকরকম

হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ খেলাগুলো

কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ খেলাগুলো। প্রযুক্তি এর স্থানটা কেড়ে নিয়েছে বলেই মনে করি আমি।

শিশু-কিশোররা কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাবসহ নানা ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে এখন ব্যস্ত থাকে। আগে শিশুরা অবসর সময় পার করত গাছের পরিচর্যা, মাঠে খেলাধুলা, হৈ-হুল্লোড় করে। কিন্তু এখনকার শিশুদের আমার শৈশব বঞ্চিত মনে হয়।

নবজাতক কিছু বড় হলেই তার হাতে ইলেকট্রনিক ডিভাইস দিয়ে দেন বাবা-মা। এক প্রতিবেদনে দেখলাম, এতে করে শিশুরা কথা বলাও এখন শিখছে দেরিতে। আগে বাবা, মা, দাদা, দাদী, ফুপুরা নবজাতককে সময় দিত, কথা বলত, খেলাধুলা করত। এতে তারা দ্রুত কথা বলা শিখে যেত, খেলতে শিখত। নবজাতক বড় হওয়ার পরও মাঠের খেলা বা শারীরিক কসরত আছে এমন খেলাগুলোতে আগ্রহী হয় না। ঘরে বসে স্ক্রিনে থাকে চোখ আর দুই আঙুলে চলে পুরো বিশ্বভ্রমণ। যেখানে নেই শারীরিক কসরত। শারীরিক, মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলার বিকল্প নেই। সামাজিক, নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রেও গ্রামীণ খেলাধুলাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এসব খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু- কিশোররা যোগ্য নাগরিকের গুণাবলী, দলীয় শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব প্রদান, বিজয় লাভের উপায় এবং পরাজয়ে ভেঙ্গে না পড়া সম্পর্কে শিখতে পারে। আত্মবিশ্বাসী আর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব নিয়ে বড় উঠতে পারে।

আলতাব হোসেন নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করছিলাম এ বিষয়টা নিয়ে। আসলে কেমন ছিল আগেকার শৈশব- কৈশোর। তিনি আমাকে বলছিলেন, 'আগে মাঠের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে শিশু-কিশোরদের পড়াশোনার চাপ বেড়েছে। এছাড়াও আগের মত খেলাধুলার মাঠ নেই। তাই শিশু-কিশোররা অবসর বিনোদন হিসেবে মোবাইল বা কম্পিউটারে গেমস খেলছে।'

গ্রামীণ খেলাগুলো অবহেলা অসচেতনতার কারণে আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে। আমাদের সকলের উচিত এগুলো রক্ষার্থে এগিয়ে আসা। নয়ত অমূল্য এই ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে।

প্রক্রিয়াজাত সুপের ক্ষতিকর প্রভাব

টিন কিংবা প্যাকেট-জাত সুপ বাড়াতে পারে স্থূলতা ও রক্তচাপ। শিশু থেকে বৃদ্ধ যেই হোক, আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়ে মৌসুমি সর্দি জ্বরে আক্রান্ত হলে এক বাটি গরম সুপ কপালে জুটবেই। চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে সবার আগে সুপ খাওয়া যেন সংস্কৃতিরই অংশ। আবার বিভিন্ন ধরনের সুপ খেতে পছন্দ করা মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

রেস্তোরাঁয় খেলে ভিন্ন কথা, তবে ঘরে তিনবেলার রান্নার পর আবার সুপ বানানোর ঝক্কি নিতে মন নাই চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে খুব সহজ উপায় হল কৌটা কিংবা প্যাকেটজাত 'রেডি- মেইড' সুপ।

অনেকে পরিবারে অসুস্থ মানুষের সামনেও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে পরিবশন করা হয় এই সুপ। তবে সমস্যা হলো অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলো তালিকায় প্রথম সারিতেই জায়গা করে নেয় এই তৈরি সুপ।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো কৌটা ও প্যাকেটজাত সুপ খাওয়া ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে।

পেট ফোলাভাব: পেট ফুলে থাকা তেমন মারাত্মক কোনো সমস্যা না হলেও তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত অস্বস্তিকর একটি অনুভূতি। অতিরিক্ত লবণ আছে এমন খাবার খাওয়ার সাধারণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হল পেট ফোলাভাব। আর কৌটা ও প্যাকেটজাত সুপে প্রচুর লবণ থাকে।

সাধারণ মাপের এক বাটি সুপে থাকতে পারে ৬০০ থেকে ৭০০ মি.লি. গ্রাম লবণ। সোডিয়াম খাওয়া থেকে পেট ফোলাভাব হওয়া নির্দিষ্ট কারণ জানা না গেলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পানি ধরে রাখার প্রবণতাই এর পেছনে দায়ী। খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত সোডিয়াম থাকলে পেট ফোলাভাব অনুভূতি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে প্রায় ২৭ শতাংশ, দাবি বিশেষজ্ঞদের।

স্থূলতা: 'রেডি-মেইড' সুপে থাকা অতিরিক্ত লবণ এবং ফলশ্রুতিতে অতিরিক্ত সোডিয়াম ওজন বৃদ্ধিতেও বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। বিশেষত শরীরের মধ্যবর্তী অংশ যেখান থেকে মেদ কমানো সব চাইতে কঠিন সেখানেই মেদ জমায় এই সোডিয়াম।

আবার গবেষণা বলে সোডিয়াম বেশি খাওয়ার কারণে চিনি মিশ্রিত খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ে, যা ওজন বেড়ে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ। তবে শুধু সোডিয়ামই যথেষ্ট শরীরের ওজনকে অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

২০১৫ সালে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে একটি গবেষণা করা হয় যাতে অংশ নেয় মোট ১০০০ হাজার শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। পর্যবেক্ষণে রাখা হয় চার দিনের খাদ্যাভ্যাস আর তাতে সোডিয়ামের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করা মূত্র। দেখা যায়, শুধু অতিরিক্ত লবণ খাওয়াই শরীরের ওজন অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে যাওয়া ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে ২৫ শতাংশ।

উচ্চ রক্তচাপ: এখানেও থলের বিড়াল ওই সোডিয়াম।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার পুষ্টিবিদ এবং 'হেলথ উইনস কোচিং অ্যান্ড কনসাল্টিং'য়ের কর্ণধার জেনা মোরার বলেন, "সাধারণ এক কৌটা সুপে সোডিয়াম থাকে প্রায় ১৪০০ থেকে ১৮০০ মি.লি. গ্রাম। অনেক সুপে আরও বেশি থাকে। যদি আপনি অর্ধেকটাও খান তবুও নুন্যতম ৭০০ মি.লি. গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করছেন।"

আমেরিকার হার্ট অ্যাসোসিয়েশন'য়ের নির্দেশনা মতে, যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের দৈনিক সোডিয়াম বা লবণ গ্রহণের মাত্রা ১৫০০ মি.লি. গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক একজন সুস্থ মানুষের সোডিয়াম প্রয়োজন ২৩০০ মি.লি. গ্রাম। এখন দৈনিক চাহিদার প্রায় অর্ধেকটাই পূরণ হয়ে গেল মাত্র একবাটি সুপ খেয়েই। সারাদিন আরও অনেক ধরনের খাবার আপনি খেয়েছেন, আরও খাওয়া হবে। এভাবে গড় হিসেবে একজন আমেরিকান নাগরিক প্রায় ৩৬০০ মি.লি. গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করে ফেলেন। ফলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে মারাত্মক হারে। আর উচ্চ রক্তচাপ ক্রমে বয়ে আনে হৃদরোগ, স্ট্রোক, বৃক্ক নষ্ট ও দৃষ্টিশক্তি কমার সমস্যা।

মোরার আরও বলেন, 'কিছু বিশেষ ধরনের কৌটাজাত সুপের ক্যালরি ও 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট'য়ের মাত্রাও বেশি থাকে, যা ওজন বৃদ্ধি এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। খাদ্যাভ্যাসে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট' বেশি হলে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল (এলডিএল)'য়ের একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন উপাদান 'এপিওবি'য়ের মাত্রা বাড়ে। এজন্য ক্রিমজাতীয় সুপ যতটা কম খাওয়া যায় ততই ভালো।

হরমন সমস্যা: অনেক কৌটাজাত সুপে ব্যবহার হয় সোডিয়াম ফসফেট, যার কাজ হল সুপকে দীর্ঘ দিন খাওয়ার যোগ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা এবং এর স্বাদ বাড়ানো।

ফসফেট আমাদের খাদ্যাভ্যাসের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। তবে প্রাকৃতিক ফসফেটের বাইরে যেকোনো ফসফেট শরীরে 'এন্ডোক্রাইন সিস্টেম' যা শরীরের হরমোন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর পরিণতি হিসেবে 'টিস্যু' নষ্ট হয় যা ডেকে আনে হৃদরোগ, বৃক্কের ক্ষয়, হাড়ের ভঙ্গুরতা ইত্যাদি।

কাজ কমাতে গিয়ে 'রেডি-মেইড' সুপকে বেছে নেওয়া স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই প্যাকেট কিংবা কৌটাজাত সুপ খাওয়া কমাতে হবে, বাদ দিতে পারলে সবচাইতে ভালো। ঘরেই সুপ তৈরি করুন, প্রয়োজনে বেশি করে রান্না করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

দাঁত শিরশির: যে কারণে হয় জেনে নিন

দাঁতের সংবেদনশীলতা বা শিরশির অনুভূতির তীব্রতা একমাত্র তারাই বোঝেন যারা তাতে ভুগছেন।

তবে এই সমস্যা যে আপনাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে তা কিন্তু নয়। সাধারণ সংবেদনশীলতা দূর করার সহজ উপায় আছে একাধিক, আর তার বেশিরভাগই হল দাঁতের যত্ন নেওয়া। তবে কিছু ক্ষেত্রে দন্ত্য চিকিৎসকেরও প্রয়োজন হতে পারে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এর কারণ ও তার সমাধানে আপনার করণীয় সম্পর্কে।

কারণ বাহ্যিক কেনো কারণে দাঁতে থাকা স্নায়ুতে প্রদাহ সৃষ্টি হলেই সাধারণত এই সংবেদনশীলতা দেখা দেয়। খালি চোখে এই প্রদাহ দেখা না গেলেও ব্যথা কিংবা শিরশির অনুভূতি বেশ তীব্র।

যুক্তরাষ্ট্রের দন্ত্য চিকিৎসক জফ্রি আর. মরিস (ডিএমডি, এমএস) বলেন, "দাঁত ঘষা, চেপে দাঁত ব্রাশ করা, 'ক্যাভিটি' আর সংক্রমণই হল দাঁতের সংবেদনশীলতা কারণ। প্রাথমিক অবস্থায় সাবধান হলে সহজেই তা সারিয়ে তোলা সম্ভব।"

ঘরোয়া টোটকা

নরম 'ব্রিসল'য়ের ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে দাঁত ব্রাশ করা ক্ষেত্রে। 'টুপপেস্ট' কেনার সময় দেখে নিতে হবে তাতে 'ফ্লুরাইড' আছে কি-না।

ডা. মরিস বলেন, "অনেকেই ঘুমের মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে রাখেন যে কারণে সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ঘুমানোর সময় 'গার্ড' ব্যবহার করতে হবে। আর দাঁতের সার্বিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত চিকিৎসকের কাছ থেকে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া সবচাইতে ভালো উপায়। এতে যেকোনো সমস্যা প্রাথমিক অবস্থাতেই শনাক্ত করা সম্ভব হবে।"

খাদ্যাভ্যাসের সমস্যা

যুক্তরাষ্ট্রের 'স্মাইল ম্যাজিক ফ্যামিলি ডেন্টিস্ট্রি'র ডা. ক্রেইগ কোপল্যান্ড (ডিএমডি) বলেন, "দাঁতের 'এনামেল'য়ের আস্তর ক্ষয়ে যাওয়া, 'জিনজাইভাল রিসেশন', চেপে দাঁত ব্রাশ ইত্যাদি সংবেদনশীলতা মূল কারণ হলেও খাদ্যাভ্যাসও এই সমস্যার পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। 'কার্বোনেইটেড' পানীয়, অম্লীয় পানীয়, বরফ, এমনকি প্রচণ্ড গরম পানীয় পান করার কারণেও সংবেদনশীলতার তীব্রতা বাড়তে পারে। অম্লীয় বা টক খাবার আর পানীয় দাঁতের সবচাইতে বেশি ক্ষতি করে।"

ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া

ঘরোয়া চিকিৎসায় কাজ না হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। অনেকেই ব্যাপারটাকে অবহেলা করেন, সহ্য করে যান, মনে করেন আপনা থেকেই সেরে যাবে। এমনটা করা উচিত হবে না। সংবেদনশীলতা দূর করে এমন বিশেষ 'টুথপেস্ট' ব্যবহার করতে হবে।

গাজর খাবেন যেভাবে

কাঁচা খাওয়ার চাইতে রান্না করা গাজরে পুষ্টিমান বেশি।

গাজরের পুষ্টিমান নিয়ে কারও প্রশ্ন না থাকলেও কাঁচা না-কি রান্না করা গাজরের পুষ্টিগুণ বেশি এনিয়ে মতো বিরোধ রয়েছে।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে কাঁচা ও রান্না করা গাজরের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জানানো হল।

গাজরে বিটা ক্যারোটিন থাকে যাকে ক্যারোটিনয়েড-ও বলা হয়। রান্না করা হলে এটা শরীরে আরও ভালোভাবে শোষিত হয়।

'এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড কেমিস্ট্রি' জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা থেকে এই সত্যতা মিলে। এ থেকে জানান যায় যে, ফুটন্ত এবং বাষ্পায়ীত গাজরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যারোটিনয়েড সংরক্ষিত থাকে। রান্না করা গাজর উচ্চ তাপে সবজি রান্না করা হলে এর পুষ্টিমান হারায়। এটা সত্য হলেও গাজরের বিটা ক্যারোটিনের ক্ষেত্রে তা সঠিক নয়। গাজর রান্না করা হলে এর ক্যারোটিনয়েড ও বিটা ক্যারোটিন আরও উপকারী হয়। বিটা ক্যারোটিন একটা প্রোভিটামিন যা পরবর্তীতে শরীরে ভিটামিন এ'তে রূপান্তরিত হয়। এটা চুলের বৃদ্ধি, দৃষ্টি শক্তির উন্নত, হৃদপিণ্ডের সুস্থতা ও ক্যানসারের উপাদান নষ্ট করতে সহায়তা করে।

কতক্ষণ রান্না করা উচিত?

নরম না হওয়া পর্যন্ত মাঝারি আঁচে গাজর রান্না করুন। বিটা ক্যারোটিন চর্বিতে দ্রবণীয় যা উচ্চ তাপেও নষ্ট হয় না। গাজর রান্না করা হলে তা নরম হয় যা হজমে সহায়তা করে ও বিটা ক্যারোটিন সহজে গ্রহণ হয়।

গাজর টুকরা করে কেটে, কুচি করে বা ভর্তা বানিয়েও খেতে পারেন।

কাঁচা খাওয়া তবে কি ঠিক না?

রান্না গাজর উপকারী মানে এই নয় যা তা কাঁচা খাওয়া যাবে না। গাজরের নিজস্ব কিছু উপকারিতা আছে যা যে কোনোভাবে গ্রহণ করলেই পাওয়া যায়।

গাজর আঁশ, ভিটামিন কে-১ ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ। আঁশ পেট ভরা রাখে, পেট পরিস্কার করতে সহায়তা করে, পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও কিডনি পাথরের বিরুদ্ধে কাজ করে। হলদে গাজর লুটেইন সমৃদ্ধ যা চোখে ছানি পড়া থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার কীভাবে কাজ করে?

এই সার ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় হওয়ায় ধুয়ে মুছে বা উবে কোন প্রকারে অপচয় হয় না এবং ফসল পায় ১০০ শতাংশ খাদ্য। স্পে-র মাধ্যমে প্রয়োগ করা এই সার কিউটিকল ও পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পাতারা কোষে কোষে পৌঁছে ফসলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দশার যথা - ফুল আসা, ফল ধরায় যথার্থ পুষ্টির যোগান দেয় ও ফসলের বিভিন্ন বিকাশ পর্যায়ে সাহায্য করে যা কৃষককে ফসলের উচ্চ ফলন পাওয়াকে নিশ্চিত করে। এই সার ফসলকে অনুর্বর মাটিতেও যথার্থ পুষ্টি দানের মাধ্যমে বাড়তি ফলন দিতে সাহায্য করে। ধান, ফুল, ডালশস্য, তৈলবীজ প্রভৃতি চাষে ইউরিয়া ফসফেট অত্যন্ত কার্যকরী, পক্ষান্তরে উচ্চলাভযুক্ত ফসল ও পটাশ পছন্দকারী ফসল যথা সবজি, আলু, কচু, আদা, ওল, বাদাম, ফল ও অন্যান্য বাগিচা ফসলে এন পি কে ১৮:১৮:১৮ ফসলের ফলন ও গুণমান বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী।

পশ্চিমবঙ্গে অনুসেচ ব্যবস্থার প্রচলন এখনো জনপ্রিয় হয়নি। স্বল্পমূল্যের অনুসেচ ব্যবস্থার প্রসার বিশেষত সবজি ও ফল চাষে একান্ত জরুরি। অনুসেচ বা বিন্দু সেচ ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে তুলে ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার গাছের গোড়ায় গোড়ায় শিকড়ের কাছে জলসেচের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে জল ব্যবহারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সার ব্যবহারের উৎকর্ষতা অত্যন্ত উচ্চ মানের হবে, তাতে খরচও বাড়বে উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয়।

১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সারের সংরক্ষণ ও প্রয়োগ বার্তা — এই সার প্যাক করা ব্যাগে অনেক বছর মজুদ করা যায়, তবে খোলা ব্যাগ ব্যবহার করে ফেলতে হবে বা ব্যাগের মুখ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে অন্যথা সারের উপাদান নষ্ট হতে পারে বা আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। দীর্ঘদিনের মজুতে সার জমে গেলেও এর মিশ্রণ যোগ্যতা, মৌল কণা উপাদানের পরিমাণ ও কার্যকারিতা অপরিবর্তিত থাকে। এই সার সকাল ১০টার আগে ও বিকাল ৪টার পরে স্প্রে করা বাঞ্ছনীয়। ঝোড়ো হাওয়া বা বৃষ্টির দিনে স্প্রে করা উচিত নয়। সারের সর্বোচ্চ শোষণ ও আত্তিকরণের জন্য স্প্রে-র সময় পাতার নিচের পৃষ্ঠতল সম্পূর্ণ ভিজানো দরকার। সঠিক মাত্রায় স্প্রে করা উচিত কারণ মাত্রা বেশি হলে ফলনের যেমন ক্ষতি হতে পারে তেমনি মাত্রা বা ঘনত্ব কম হলে স্প্রে অকার্যকর হবে। উপযুক্ত মাত্রা হল প্রতি লিটার জলে ১০ গ্রাম অর্থাৎ ১ শতাংশ। ফসলের

গর্ভাবস্থায় কী কী ফল খাবেন না

গর্ভাবস্থায় শরীরে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে ফল খাওয়া উপকারী।

তবে ফল খেতে হবে বুঝে শুনে। কেননা সব ফল এই সময় খাওয়া নিরাপদ নয়। স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে গর্ভাবস্থায় কোন ফল খাওয়া যাবে ও যাবে না সে সম্পর্কে জানানো হল। গর্ভাবস্থায় যে সকল ফল খাওয়া যাবে কলা: গর্ভাবস্থার খাদ্যতালিকায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কলা। এটা উচ্চ কার্বোহাইড্রেইট সমৃদ্ধ এবং এই সময়ের প্রয়োজনীয় শক্তির চাহিদা পূরণ করে। কলা নারীদের জন্য খুবই উপকারী। রয়েছে হিমোগ্লোবিন যা রক্তস্বল্পতার মাত্রা কমায়। স্মুদি-সহ আরও নানা উপায়ে খাওয়া যায়। অ্যালার্জি বা ডায়াবেটিসের সমস্যা থাকলে কলা খাওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। আপেল: সারা বছরই পাওয়া যায় আপেল। এটা আঁশ, পটাশিয়াম ও লৌহ সমৃদ্ধ যা শরীরে পুষ্টি উপাদান সরবারহ করে। আপেল কুচি ও কলা একসঙ্গে মিশিয়ে মজাদার ফলের সালাদ তৈরি করতে পারেন। কমলা: কমলা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল যা গর্ভবতীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয়। এটা স্বাস্থ্যপোকারী চর্বি ও ফোলায়েট সমৃদ্ধ ফল যা ভ্রূণের মস্তিষ্কের সুস্থ বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে। তরমুজ: তরমুজ পুষ্টি উপাদন সমৃদ্ধ জলীয় ফল। এটা শরীর থেকে দূষিত উপাদান দূর করে ও শরীর আর্দ রাখতে সাহায্য করে। এই ফল ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে তরমুজ অতিরিক্ত খাওয়া ঠিক নয়। অতিরিক্ত তরমুজ খাওয়া পেট ফোলাভাব সৃষ্টি করতে পারে। গর্ভাবস্থায় যেসকল ফল খাওয়া যাবে না পেঁপে: আধা কাঁচা পেঁপেতে রয়েছে ল্যাটেক্স যা গর্ভপাতের জন্য দায়ী। এটা কেবল পাকস্থলীতে ব্যথাই সৃষ্টি করে না পাশাপাশি গর্ভের সন্তানেরও ক্ষতি করে। এই সময় পেঁপে না খাওয়াই ভালো। অন্যথায় তা ব্যথা ও গর্ভপাত ঘটাতে পারে।

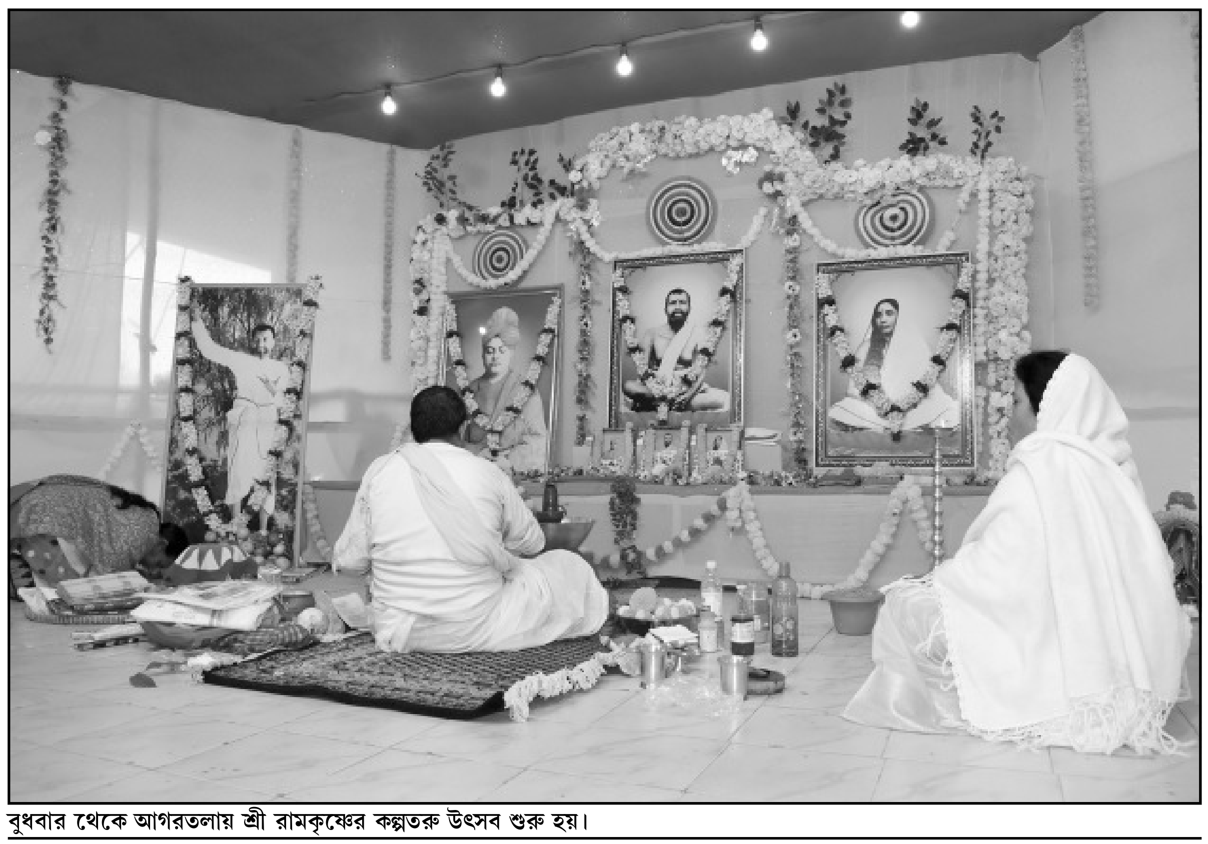

বুধবার থেকে আগরতলায় শ্রী রামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব শুরু হয়।

আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিং: এমসিজি টেস্টের পরে বিরাট কোহলি ২৪তম, রোহিত শর্মা ৪০-এ নেমে এসেছেন

দুবাই, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : বুধবার সর্বশেষ আইসিসি (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল) টেস্ট র‍্যাঙ্কিং আপডেটে ব্যাপক হারে পতনের শিকার হয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই জুটি তাঁদের জীবনের সবচেয়ে খারাপ ফর্মের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, যা প্রতিফলিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বর্ডার -গাভাস্কার চলমান ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে।

সিরিজে তাঁর ক্রমাগত খারাপ প্রদর্শনের পর, তারকা ব্যাটার টেস্ট ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে পতন অব্যাহত রয়েছে। এখন তিনি তাঁর নামের সাথে ৬৩৩ রেটিং নিয়ে ২৪ তম স্থানে রয়েছেন। গত বছরে, কোহলি ১০টি ম্যাচে, ১৯ ইনিংসে ২৪.৫২ গড়ে ৪১৭ রান করেছেন। তাঁর নামে একশ এবং অর্ধশতক রান রয়েছে।

অন্যদিকে, ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা এখন ৫৬০ রেটিং নিয়ে ৪০তম স্থানে রয়েছেন। রোহিত চলতি সিরিজে ৩টি ম্যাচে মাত্র ৩১ রান করেছেন। এদিকে, ভারতীয় ব্যাটিংয়ের জন্য কিছুটা সুখবর, যশস্বী জয়সওয়াল মেলবোর্ন টেস্টে তাঁর জোড়া ৮০(৮২/৮৪)-র পর চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন। আর অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথ খুব খারাপ পারফরম্যান্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু চলতি বর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরির পর ৩ ধাপ উঠে এসেছেন। স্মিথ বর্তমানে ৭৬৩ রেটিং নিয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছেন, যেখানে ইংল্যান্ডের তারকা ব্যাটসম্যান জো রুট ৮৯৫ রেটিং নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন।

নববর্ষে সেজে উঠেছেন মা ভবতারিণী, মহাসমারোহে পালিত দিনটি

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন সাজে সাজানো হয়েছে মা ভবতারিণীকে। নতুন বেনারসী, গয়নায় সাজানো হয়েছে মাকে। এরাজ্য তো বটেই এমনকী আজকের এই বিশেষ দিনে ভিনরাজ্য থেকেও ভক্তরা পুজো দিতে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। আজ বছরের প্রথম দিন। বছরের প্রথম দিনেই কল্পতরু উৎসব। বর্ষশেষের রাত থেকেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তদের ভিড়। এদিন ভোর সাড়ে ৫টায় খোলা হয় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রবেশ দ্বার। আজকের এই দিনেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনুরাগীরা তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিশেষ এই দিনে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। দূর-দূরান্ত থেকে অগণিত ভক্ত এসে ভিড় জমিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। কল্পতরু উৎসবের দিনে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী সেজেছেন নয়া সাজে।

আজ কল্পতরু উৎসব। কথিত রয়েছে, আজকের এই দিনেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুরাগী-শিষ্যরা তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। কল্পতরু উৎসব বিভিন্ন জায়গায় পালন করা হয়। তবে মূলত কাশীপুর উদ্যানবাটীতেই এই উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়ে থাকে।

গুজরাট যাচ্ছেন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত

সুরাট, ১ জানুয়ারি (হি.স.): বুধবার রাতে গুজরাটের ভালসাদ জেলায় থাকবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। বৃহস্পতিবার তিনি ভালসাদ জেলার ধরমপুরে আয়োজিত দুটি কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। এইসময়ে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন।

গুজরাটে সংঘের প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিজয় ঠাকর জানান, বুধবার রাতে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত সুরাটে পৌঁছবেন। রাতেই সুরাট বিমানবন্দর থেকে ভালসাদের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন তিনি। ভালসাদে রাত্রিযাপন করে তিনি বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ভালসাদ জেলার ধরমপুরে শ্রীমদ রাজচন্দ্র মিশন আশ্রমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ওইদিনই বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত তিনি ধরমপুরের বারুমালে অবস্থিত শ্রী সদগুরুধামেও যাবেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি।

কল্পতরু উৎসবে প্রচুর ভক্ত সমাগম দক্ষিণেশ্বর-কাশীপুর উদ্যানবাটিতে

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রতিবারের মতো এইবছরের প্রথমদিনও উদযাপিত হলো কল্পতরু উৎসব। বুধবার সকাল থেকে ভক্তদের ঢল নামে কাশীপুর উদ্যানবাটি ও দক্ষিণেশ্বরে। এদিন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে বিশেষ মঙ্গলারতি, দিনভর পুজোপাঠ চলে। আলোচনা হয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন ও বাণী নিয়ে। একইসঙ্গে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে বেলুড়, কালীঘাট, তারাপীঠেও।

এদিন সকাল থেকেই উত্তর কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটি ও দক্ষিণেশ্বরে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মন্দিরের বাইরে ফুলের ডালা হাতে ভক্তদের লম্বা লাইন দেখা যায়।

প্রসঙ্গত, ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি। ক্যানসারে আক্রান্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তখন গুরুতর অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তাঁকে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে আনা হয়েছিল। ওইদিন সকালে একটু সুস্থ বোধ করায় বাগানে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভক্ত তথা বিখ্যাত নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ। রামকৃষ্ণদেব আচমকাই গিরীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী মনে হয়, আমি কে?' উত্তরে তাঁর ভক্ত বলেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 'মানবকল্যাণের জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ ঈশ্বরের অবতার।' এরপর কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ভক্তদের নিজের স্বরূপের দর্শন দেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সেদিন হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কল্পতরু হয়েছিলেন ঠাকুর। সেই থেকে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব পালিত হয় কাশীপুর উদ্যানবাটি ও দক্ষিণেশ্বরে।

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক চালিত সমস্ত প্রকল্প যথাযথভাবে ও সময়মতো বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে দারিদ্র্যমুক্ত গ্রাম তৈরি হবে: গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারী, ২০২৫: গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক চালিত সমস্ত প্রকল্প যথাযথভাবে ও সময়মতো বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে দারিদ্র্যমুক্ত গ্রাম তৈরি হবে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এই প্রচেষ্টা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দারিদ্র্যমুক্ত ভারতের স্বপ্ন রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আজ নতুন দিল্লিতে নববর্ষ উপলক্ষে মন্ত্রকের বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা করতে গিয়ে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান একথা বলেন। তিনি বলেন, আগামী এক মাসের জন্য গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাজের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও মন্ত্রকের কাজের ক্ষেত্রে মাসিক ভিত্তিতে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হবে এবং সেই লক্ষ্যসমূহ পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এমএনআরইজিএ, পিএমজিএসওয়াই, পিএম-আবাস, এনআরএলএম, ডিএওয়াই-এনআরএলএম, এনএসএপি, দিশা ইত্যাদি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও কাজ পর্যালোচনা করতে গিয়ে শ্রী চৌহান দপ্তরের আধিকারিকদের বলেন যে, আগামী এক মাসের মধ্যে প্রত্যেককে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, একবার লক্ষ্য স্থির করা হয়ে গেলে তা অর্জন করার পথ সহজ হয়ে যায়।

তিনি বলেন, তাঁর অধীনে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ভালো কাজ করছে। শ্রী চৌহান বলেন, নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। গ্রামসমূহকে দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য সর্বাধিক সাধ্যমতো চেষ্টা করা হবে। তিনি দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান।

২০২৪-র জুন থেকে ২০২৪-র ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রামীণ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সাফল্যঃ-

২০২৪-র আগস্টে এই প্রকল্পটি আগামী পাঁচ বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে, যার অধীনে ২০২৪-২৯ আর্থিক বছরের মধ্যে অতিরিক্ত দুই কোটি বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যোগ্যতার নিয়মেও তিনটি বড় পরিবর্তন করা হয়েছে, যাতে অতিরিক্ত যোগ্য পরিবারগুলিকে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া যায় এবং সকলের জন্য আবাসনের লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

- প্রধানমন্ত্রী ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে আবাস প্লাস-২০২৪ মোবাইল অ্যাপ চালু করেছেন।

-মন্ত্রী গত অক্টোবরে আবাস সখী অ্যাপ চালু করেছেন।

-আবাসন প্রকল্পে বছর ভিত্তিক বাজেটে ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়েছে এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে ৫৪, ৫০০ কোটি টাকার সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

-আবাসন প্রকল্পের আওতায় ৪২ লক্ষের লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে, ২০২৪ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩১.৬৫ লক্ষ বাড়ি করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ৪ লক্ষ ১৯ হাজার বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী জনমান প্রকল্পের অধীনে হয়েছে ৭১ হাজার আবাস।

২০২৪-২৫ এর শুরুতে ধার্য্য বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে বকেয়া ১০ লক্ষ বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন এবছরের জানুয়ারিতেই প্রদান করার উপর জোর দেওয়া হবে এবং সুবিধাভোগীদের জন্য প্রথম কিস্তিও রিলিজ করা হবে।

ঘন কুয়াশায় কমল দৃশ্যমানতা, উত্তর ভারতে বিঘ্নিত ট্রেন চলাচল

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): প্রবল ঠান্ডার মধ্যেই ঘন কুয়াশার জন্য দৃশ্যমানতা কম থাকায় উত্তর ভারতে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। রেল সূত্রে জানা গেছে, দিল্লিগামী প্রায় ২২ টি ট্রেন দু'ঘণ্টা পর্যন্ত দেরিতে চলেছে। অযোধ্যা এক্সপ্রেস, পাতালকোট এক্সপ্রেস, সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস, তেলেঙ্গানা এক্সপ্রেস, পদ্মাবত এক্সপ্রেস সহ বিভিন্ন ট্রেন দেরিতে চলছে।

নববর্ষের প্রথম দিন বুধবার পারদ-পতন হয়েছে দিল্লিতে, কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে জাতীয় রাজধানী। বুধবারও রাজধানীজুড়ে শীতের দাপট অব্যাহত ছিল। একইসঙ্গে ছিল কুয়াশার দাপট। দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কুয়াশার কারণে এদিন সকালেও দিল্লিতে দৃশ্যমানতা কমে যায়। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, প্রবল ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব এবং হরিয়ানাও। উত্তরাখণ্ডে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজমান। ঠান্ডায় কাঁপছে মুসৌরি, হরিদ্বার, দেহরাদূনও।

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে, ১৩ জানুয়ারি শুরু বৃহত্তম আধ্যাত্মিক সমাবেশ

প্রয়াগরাজ, ১ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে এই বছরের ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্বের বৃহত্তম আধ্যাত্মিক সমাবেশ মহা কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। দেশের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, উদারতা এবং বিবিধ আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার আলোকে এই মেলায় লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী উপস্থিত থাকবেন।

প্রতি ১২ বছরে চারবার এই কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের পবিত্রতম নদীর তীরে অবস্থিত হরিদ্বার, উজ্জয়িনী, নাসিক এবং প্রয়াগরাজে এই মেলা উপলক্ষে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। মহা কুম্ভ ২০২৫-কে সার্বিকভাবে সফল করার জন্য প্রশাসনিক স্তরে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য প্রযুক্তিরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। মেলার নিরাপত্তায় প্রায় দু হাজার ড্রোন থাকবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রিত ক্যামেরাও ব্যবহৃত হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনার জন্য।

ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষসেরা ফুটবল দল আর্জেন্টিনা

বার্ন, ১ জানুয়ারি (হি.স.) মঙ্গলবার বিদায়ী বছরের শেষ দিনে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের (এআইপিএস) বর্ষসেরা (২০২৪) ফুটবল দল নির্বাচিত হয়েছে আর্জেন্টিনা। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার বর্ষসেরা হল আর্জেন্টিনা।

গত বছর লিগ শিরোপা, চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং সুপার কাপের মতো ট্রফি জিতেও সেরা দল হয়নি রিয়াল মাদ্রিদ। তাদেরকে পেছনে ফেলে বর্ষসেরা ফুটবল দল হল আর্জেন্টিনা।

নববর্ষের আগে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের ১১১টি দেশের ৫১৮ জন সাংবাদিকদের ভোটে এই সেরা দল নির্বাচিত হয়েছে। ৫৭৯ পয়েন্ট নিয়ে বর্ষসেরা ক্লাব নির্বাচিত হয়েছে আর্জেন্টিনা। ৫৫২ পয়েন্ট নিয়ে স্পেন জাতীয় ফুটবল দল হয়েছে দ্বিতীয়। আর লা লিগার ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ ৫৩২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থান নিয়েছে।

ওয়ান নেশন ওয়ান সাবস্ক্রিবশন কর্মসূচি শুরু, উপকৃত হবেন পড়ুয়ারা

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকার বুধবার থেকে শুরু করেছে ওয়ান নেশন ওয়ান সাবস্ক্রিবশন (ও এন ও এস) কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি-সহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়ারা তাদের গবেষণাপত্র বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন।

প্রাথমিকভাবে গবেষকরা ১৩ হাজার ৪০০-রও বেশি আন্তর্জাতিক পত্রিকায় তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে পারবেন। এর মধ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত, ব্যবস্থাপনা, কলা বিদ্যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় কুমার সুদ বলেছেন, ও এন ও এস-এর ফলে বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও নানাভাবে উপকৃত হবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পড়ুয়া গবেষকরা

তাদের গবেষণা পত্র প্রকাশ করার সুযোগ পাবে। এই প্রকল্পে তিন বছরের জন্য ৬০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ হয়েছে।

ঐতিহাসিক ২০২৪: ১৪৮ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার টেস্ট ক্রিকেট বিশেষ সফলতা

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : ২০২৪ শেষ হওয়ার সাথেই টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব মাইলফলক ছুঁয়েছে। ৫৩টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ৫০টি সরাসরি ফলাফল। যা ক্রীড়া ইতিহাসে প্রথম ক্যালেন্ডার বছরে এমন একটি অসাধারণ কীর্তি অর্জন করল। এই অর্জনটি খেলার দীর্ঘতম ফরম্যাটের বিকশিত প্রকৃতির একটি প্রমাণ।

বছরটিতে এমন অসংখ্য ম্যাচ হয়েছে যা দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ঐতিহ্যবাহী শক্তিহাউসের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলগুলি সহ সমস্ত টেস্ট খেলার দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দেখা দিয়েছে। তাই ২০২৪ ক্রিকেটের বছর হিসেবে গড়ে তুলতে অবদান রেখেছে।

বুধবার আগরতলায় কংগ্রেস অসংগঠিত কর্মীদের উদ্যোগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের প্রকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

উত্তর প্রদেশে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু শিশুর

হাথরস, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের বিজলপুর গ্রামে বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হলো এক শিশুর। জানা গেছে , বিজলপুর গ্রামের বাসিন্দা রাম কিশোরের ৭ বছরের ছেলে সংকেত প্রতিবেশী বাচ্চাদের সাথে ছাদে খেলছিল। খেলার সময় হঠাৎ তার পা পিছলে ছাদ থেকে নিচে পড়ে যায়।

শিশুটি পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে খেলাতে থাকা অন্যান্য শিশুদের চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে এসে শিশুটির পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা শিশুটিকে স্থানীয় হাসপাতালে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আমার দেখা সেরা বোলার বুমরাহ : লিম্যান

মেলবোর্ন, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : গ্লেন ম্যাকগ্রা, ওয়াসিম আকরামের মতো মহান বোলারদের খেলা সরাসরি দেখেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ব্যাটসম্যান ড্যারেন লিম্যান। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছে জাসপ্রিত বুমরাহর মতো কাউকে দেখেননি তিনি। লিম্যানের মতে, ভারতের নেতৃত্ব পেলে বুমরাহ আরও ভালো করবেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলতি সিরিজে বলা যায় ভারতকে একাই টানছেন বুমরাহ। দল ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকলেও সিরিজ জুড়ে উজ্জ্বল তিনিই। প্রথম ৪ টেস্টে ১২.৮৩ গড়ে নিয়েছেন ৩০ উইকেট। তাঁর কাছাকাছি কেউ নেই। সমান ম্যাচ খেলে অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের ২০ উইকেট।

২০১৩-১৪ অ্যাশেজে ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করার পথে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন মিচেল জনসন। অস্ট্রেলিয়ান পেসার নেন সিরিজের সর্বোচ্চ ৩৬ উইকেট। এরপর থেকে এক সিরিজে এমন প্রভাব বিস্তার কোনও বোলারকে করতে দেখেননি লিম্যান।

ইংরেজি নববর্ষে রাঁচির বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তসমাগম

রাঁচি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে বুধবার সকাল থেকেই রাঁচির বিভিন্ন মন্দিরে জনসমাগম। সকাল থেকেই এদিন রাঁচির পাহাড়ি মন্দির, সুরেশ্বর ধাম, কালী মন্দির, হনুমান মন্দির, দুর্গা বাড়ি, রাতু রোডের দুর্গা মন্দির এবং এলাকার অন্যান্য মন্দিরে ভক্তরা প্রার্থনা করেন।

উল্লেখ্য, নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাঁচিতে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় এদিন। ডিএসপি প্রকাশ সোয়ে জানান, ভিড়ের জন্য পাহাড়ি মন্দিরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দিল্লিতে ২-৩ জানুয়ারি রাতে দেড় ঘণ্টা বন্ধ পিআরএস পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে রেলের পাবলিক রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস)—এর সমস্ত পরিষেবা বৃহস্পতিবার—শুক্রবার রাতে দেড় ঘণ্টার জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে।

বুধবার উত্তর রেলের মুখপাত্র বলেন, পিআরএস সাইটটি ২-৩ জানুয়ারি রাত ১১.৪৫ থেকে ১.১৫ পর্যন্ত দেড় ঘন্টার জন্য বন্ধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে পিআরএস কাউন্টারে দিল্লি সাইটে পিএনআর অনুসন্ধান, টিকিট সংরক্ষণ—সহ অন্যান্য পরিষেবাগুলি পাওয়া যাবে না বলে জানিয়েছেন তিনি।

বছরের প্রথম দিনে সিঙ্গুরে রেল অবরোধ

সিঙ্গুর, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : ২০০৯ সাল থেকে চালানো হচ্ছিল লোকাল ট্রেনটি। রেলের সিদ্ধান্তে ১ জানুয়ারি থেকে ওই লোকাল ট্রেনটি সিঙ্গুরের বদলে চলবে তারকেশ্বর পর্যন্ত।। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রেল লাইনে আন্দোলনে নামলেন সিঙ্গুরের রেলযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার সকাল থেকে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে শুরু হয় সেই প্রতিবাদ কর্মসূচি।

'সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল' নামে এই ট্রেনটি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে চালানো হচ্ছিল। সিঙ্গুরের কৃষিজমি আন্দোলনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই এই ট্রেন চালু করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আচমকা সেই ট্রেন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় রেল। আর তাতেই আপত্তি সিঙ্গুরবাসীর। বেচারাম মান্না বলেন, "এই ট্রেন সিঙ্গুরবাসীর আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বহু মানুষ এই ট্রেনের জন্য উপকৃত হন, এই ট্রেন পুনরায় চালু করার দাবি জানাচ্ছি।" রেল না মানলে, বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রীর দাবি, পূর্ব রেল চক্রান্ত করে বন্ধ করেছে। তবে বিক্ষোভ দেখালেও কোনও ট্রেন যাতে না আটকায়, তা নিশ্চিত করেছেন বেচারাম মান্না। তিনি জানিয়েছেন, আপ ও ডাউন লাইনের কোনও ট্রেন যাতে না আটকানো হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে আন্দোলনকারীদের।

রেলের দাবি, ট্রেনের রুট বাড়ানো হচ্ছে। সিঙ্গুরের বদলে ট্রেন চলবে তারকেশ্বর পর্যন্ত। স্থানীয় লোকজন বলছেন, এই ট্রেনের সঙ্গে সিঙ্গুর আন্দোলনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। তাই তারা ট্রেন বাতিল করতে দেবে না। বুধবার সকাল ৬. ৪৫ মিনিটে তারকেশ্বরগামী লোকাল ট্রেনটি সিঙ্গুরের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করলে মন্ত্রী বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে সিঙ্গুরের মানুষ রেললাইন অবরোধ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও তাও কোনও কাজে আসেনি। বিক্ষোভকারীরা রেলের সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবি জানান। জনতার প্রতিবাদের কারণে লোকাল ট্রেনটি সিঙ্গুর ছাড়িয়ে হাওড়ায় ফিরে যেতে পারেনি। রেল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার থেকে এই ট্রেন তারকেশ্বর যাবে।

উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি সিঙ্গুর লোকাল চালু করেছিলেন। কৃষকদের সম্মানে ট্রেনটির নামকরণ করা হয়েছে "সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল"। তবে রেলওয়ের দাবি, রুট বাড়ানোর ফলে আরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন।

পিকনিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে বাস, আহত ১০

কোচবিহার, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালপানিতে পিকনিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বাস। বুধবার সাতসকালে ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের স্থানীয়রাই উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে মোয়ামারি থেকে গরুবাথানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় একটি বাস। স্কুল পড়ুয়া সহ প্রায় ৬০ জন যাত্রী ছিল। ঘন কুয়াশায় ৪ নম্বর কালপানিতে অপ্রশস্ত কালভার্ট পার হতে গিয়ে নয়ানজুলিতে উলটে যায় বাসটি। স্থানীয়রাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। ১০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের কোচবিহার এমজেএন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনার পর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বাসিন্দারা। নজরুল ইসলাম, রতন বর্মনের অভিযোগ, সম্প্রতি একই জায়গায় ডাম্পার উলটে গিয়েছিল। দু'দিকে পাকা রাস্তা হলেও কালভার্ট সারাই করা হয়নি। অপ্রশস্ত কালভার্ট পার হতে গিয়ে বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রফিকুল ইসলামের বক্তব্য, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শিখা দাসের কাছে কালভার্ট নির্মাণের দাবি জানানো হয়েছে। তিনি আশ্বস্ত করেছেন।

নতুন বছরে টাকির ইছামতি পাড়ে পর্যটকদের ভিড়, আনন্দে মাতোয়ারা সীমান্ত এলাকা

টাকি, ১ জানুয়ারি(হি.স.): নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত টাকি পর্যটন কেন্দ্র পরিণত হয়েছে উৎসবের মিলনমেলায়। ইছামতি নদীর পাড়ে ভিড় জমিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও কলকাতা থেকে আসা অসংখ্য পর্যটক। ওপারে বাংলাদেশের দৃশ্যকে সাক্ষী রেখে সকাল থেকেই চলছে নৌবিহার, খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গানের মহোৎসব।

কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে শুরু হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ উঠতেই পর্যটকদের আনাগোনা আরও বেড়ে যায়। মিনি সুন্দরবন, রাজবাড়ী ঘাট, টাকির ইকো পার্ক, জোড়া মন্দির এবং পুবের রাবাড়ির মতো দর্শনীয় স্থানগুলি মানুষে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ইছামতি নদীর বুকে লঞ্চ ভ্রমণ পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। লঞ্চে চেপে 'টি পয়েন্ট' পৌঁছে অনেকে সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশকে কাছ থেকে দেখে আবেগে আপ্লুত হচ্ছেন।

শীতের আমেজে উৎসবের আবহগত বছরের শেষ রাত থেকেই শীতের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় নতুন বছরের ভোর থেকে শীতের আনন্দে মেতে উঠেছেন মানুষ। নলেন গুড়, পাটালি ও মধু কেনার জন্য বিভিন্ন স্টলে ভিড় জমাচ্ছেন তারা। টাকি ও তার আশেপাশের হোটেল, ছোট ফুড স্টল ও টোটো চালকদেরও ব্যবসায়িক লাভ হয়েছে চোখে পড়ার মতো। টাকির এই উৎসবমুখর দৃশ্য শুধুমাত্র সীমান্ত শহরকেই নয়, বরং ভারত-বাংলাদেশের সম্প্রীতির আবহকেও সমৃদ্ধ করেছে। নতুন বছরের এমন আনন্দময় সূচনা পর্যটকদের মনে আনন্দের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

শাহ

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা নিশ্চিত করা, যাতে গ্রাহকরা বাজারে বিশুদ্ধ, খাঁটি জৈব পণ্য পেতে পারেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমুল ডেয়ারি এবং এনডিডিবি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের জৈব চাষ করতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, কৃষকদের নিজেদের জৈব পণ্যের ন্যায্য ও আকর্ষণীয় মূল্য পাওয়া দৰকাৰ, যাতে তাঁরা জৈব চাষে উৎসাহিত হন ও জৈব চাষের প্রসার ঘটাতে পারেন। শ্রী শাহ এনসিওএল এবং সহযোগিতা মন্ত্রককে 'ভারত অর্গানিক' এর জৈব পণ্য নিয়ে আমুলের সঙ্গে একটি বৈঠক করতে এবং কৃষকদের স্বার্থে জৈব আটা ও জৈব অড়হর ডালের মূল্য নির্ধারণ করতে বলেছেন যাতে তারা জৈব চাষ করতে উৎসাহিত হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, একবার কৃষকরা বেশি দাম পেতে শুরু করলে তাঁরা অবশ্যই জৈব চাষের দিকে ঝুঁকতে অনুপ্রাণিত হবেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী বলেন, বিপণন যদি ভালো হয়, তাহলে জৈব পণ্য সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে ও নিঃসন্দেহে সারা দেশে এই পণ্যগুলির চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। তিনি আসন্ন উৎসবের সময় জৈব পণ্যের প্রচারের আহ্বান জানান। শ্রী অমিত শাহ বলেন, দেশের সমস্ত প্যাকস -কে জৈব কৃষি পণ্যের উৎস, জৈব পণ্য বিক্রির কেন্দ্র এবং বীজ বিক্রির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে এন সিওএল, এনসিইএল এবং বিবিএসএসএল-এর মতো জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকেও উৎসাহিত করা যায়। তিনি আরও বলেন, দুই লক্ষ সমবায় সমিতিতে অন্তত একজন করে তরুণ কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যিনি ভবিষ্যতে তাঁর এলাকায় স্থানীয় সমবায় কাঠামোকে শক্তিশালী করতে অনুপ্রেরণাকরি হিসাবে কাজ করতে পারেন। শ্রী শাহ প্যাকস সদস্যদের পাশাপাশি কৃষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উপরও জোর দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সহযোগিতা মন্ত্রকের সহযোগিতায় নাবার্ডের উচিত প্যাকস -এর জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা তৈরি করা, যাতে প্রত্যেক কৃষককে তার সামর্থ্য অনুযায়ী ঋণ দেওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

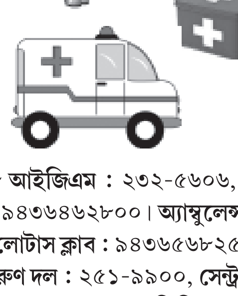

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জেটিবিহীন ফেরিঘাটে ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রী পরিষেবা নজরদারিতে ঘাটতি

বর্ধমান, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : পূর্ব বর্ধমানের দামোদর নদের রনডিহা জলাধারে পর্যটক ও যাত্রীদের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত চলছে। জেটি ছাড়া ফেরিঘাটে নরম মাটির কিনারায় ওঠানামা করতে হচ্ছে। লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই চলছে নৌকা। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সেলফি তোলা ও স্রোতে নামার প্রবণতা অব্যাহত।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই জেটি ও পর্যাপ্ত নজরদারির অভাব রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও ফেরিঘাট পাকা করা হয়নি। গত কয়েক বছরে জলাধারে একাধিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে।

গলসী-১ এর বিডিও জয়প্রকাশ মণ্ডল জানিয়েছেন, সতর্কীকরণ বোর্ড লাগানো ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবুও দুর্ঘটনা ঠেকাতে নজরদারির বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মহা কুম্ভ মেলার জন্য শিয়ালদহ ডিভিশনের বিশেষ ট্রেন প্রস্তুত

কলকাতা, ১ জানুয়ারি(হি.স.): আসন্ন মহা কুম্ভ মেলায় যাত্রীদের যাত্রা আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করতে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন দুটি বিশেষ ট্রেন প্রস্তুত করেছে। শিয়ালদহের সিনিয়র ডিএমই এবং ডিআরএম-এর নেতৃত্বে একটি দক্ষ কর্মী দল দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ট্রেনগুলিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলেছে।

এই বিশেষ ট্রেনগুলির জন্য সম্পূর্ণরূপে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

ভিনাইল মোড়ক: ট্রেনগুলির বাহ্যিক অংশ উজ্জ্বল ভিনাইল মোড়কে সাজানো হয়েছে, যা উৎসবের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অভ্যন্তরীণ সজ্জা: ট্রেনের অভ্যন্তর ভাগ বিশেষভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে যাত্রীরা আরামদায়ক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি উপভোগ করতে পারেন।

গভীর পরিষ্কার: উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিটি ট্রেনের প্রতিটি কোণ ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে, যাতে সর্বোচ্চ মানের পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে।

রঙের প্রলেপ: ট্রেনের ভিতর ও বাইরে নতুন রঙ করা হয়েছে, যা একটি নতুন চেহারা প্রদান করেছে।

শিয়ালদহ ডিভিশন মহা কুম্ভ মেলার মতো বৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য যাত্রীদের নিরাপদ, আরামদায়ক ও সুষ্ঠু যাত্রা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিশেষভাবে প্রস্তুত ট্রেনগুলি রেল পরিষেবার প্রতি শিয়ালদহ ডিভিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে কম্বল বিতরণে হুড়োহুড়ি, আহত ৭

মালদা, ১ জানুয়ারি(হি.স.): মালদার তুলসিহাটায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত কম্বল বিতরণ ও খিচুড়ি পরিবেশন অনুষ্ঠানে হুড়োহুড়ি এবং ধাক্কাধাক্কির ঘটনায় সাতজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা। এই ঘটনার জেরে এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

তুলসিহাটা হাইস্কুল মাঠে তৃণমূলের ১(বি) ব্লক সভাপতি মর্জিনা খাতুনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় দেড় হাজার কম্বল বিতরণ ও খিচুড়ি পরিবেশনের সময় হঠাৎই ভিড়ের চাপে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। মাঠে থরে থরে সাজানো ইঁটের দেওয়ালের মতো একটি কাঠামো ছিল, যা ধাক্কাধাক্কির ফলে ভেঙে পড়ে। সেই ইঁটের নিচে চাপা পড়ে বেশ কয়েকজন আহত হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তবে পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে। স্থানীয়রা এ ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এড়াতে ভবিষ্যতে আরও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দাবি জানিয়েছেন।

আর্থিক সহায়তা

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসার খরচ এবং সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন। সুশান্ত তারণ তার স্ত্রীর চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। মুখ্যমন্ত্রী সুশান্ত তারণের স্ত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে তৎক্ষনাৎ ৩৫ হাজার টাকা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মঞ্জুর করেন। পাশাপাশি সুশান্ত তারণের স্ত্রীর চিকিৎসার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা ক্যানসার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. এস দেববর্মণকে নির্দেশ দেন।

সিমনার পঞ্চবটির নারায়ন গুপ্ত তার চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তার আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। নারায়ণ গুপ্ত দীর্ঘদিন ধরে কিডনি সংক্রান্ত রোগে ভুগছেন। বর্তমানে সপ্তাহে ৩ দিন তাকে ডায়ালিসিস করাতে হচ্ছে। পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য নারায়ণ গুপ্ত তার সঠিক চিকিৎসা করাতে পারছেন না। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানান। তার আবেদনে সাড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই ৫ হাজার টাকা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে প্রদানের মঞ্জুর করেন। পাশাপাশি নারায়ণ গুপ্তের চিকিৎসার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তীকে নির্দেশ দেন।

ভাটি অভয়নগরের মোহম্মদ সায়েদ মিঞা তার ছেলের চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। সায়েদ মিঞার ছেলে দীর্ঘদিন যাবৎ স্নায়ু রোগে ভুগছে। চিকিৎসকগণ সায়েদ মিঞার ছেলের মস্তিস্কে অপারেশন করানোর পরামর্শ দেন। এই অপারেশনের জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। এই অবস্থায় সায়েদ মিঞা তার ছেলের উন্নত চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। মুখ্যমন্ত্রী সায়েদ মিঞার ছেলের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গেই জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে সায়েদ মিঞার পরিবারকে কিভাবে সহায়তা করা যেতে পারে সে বিষয়টি দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের সচিব তাপস রায়কে নির্দেশ দেন। এভাবেই মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আসা সিমনার অর্নিকা দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার আমতলীর সোনিয়া আক্তার, আড়ালিয়ার অনিতা ঋষিদাস, চন্দ্রপুরের দুলাল মল্লিক, যোগেন্দ্রনগরের নারায়ণ দে, সোনামুড়ার মতিনগরের রত্ন ঘোষ সহ প্রত্যেককেই চিকিৎসা সহায়তা প্রদানে মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, ক্যানসার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. এস দেববর্মা এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. সমিত রায় চৌধুরী।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেন্দু-সুকান্তকে "পচা আলু", "ঢেঁড়স" বলে আক্রমণ, উত্তাল রাজনীতি

মালদা, ১ জানুয়ারি(হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে আয়োজিত এক সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে উত্তাল রাজনীতি। মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী প্রকাশ্য মঞ্চে তাঁদের 'পচা আলু' ও 'ঢেঁড়স' বলে অভিহিত করেন এবং তাঁদের 'উপড়ে ফেলার' আহ্বান জানান।

হরিশ্চন্দ্রপুরের কিরণবালা বালিকা বিদ্যালয়ে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই সভায় আবদুর রহিম বক্সী অভিযোগ করেন, শুভেন্দু ও সুকান্ত অসংবিধানিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করছেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছেন। তিনি তাঁদের 'সমাজের দুর্গন্ধ ছড়ানো' ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, এই ধরনের 'পচা' মানুষদের গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে হবে।

এদিকে একই সভায় তৃণমূল নেত্রী ও ব্লক সভাপতি মর্জিনা খাতুন রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্প লক্ষীর ভাণ্ডার এবং স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, যারা তৃণমূলের সঙ্গে নেই, তারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে না।

এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। উত্তর মালদা বিজেপি সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত বলেন, জেলা তৃণমূল সভাপতি এসব বলে নিজের প্রচার বাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

এই ঘটনার জেরে মালদার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তৃণমূলের এই ধরনের বক্তব্যকে গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক বলে দাবি করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

১০ দিন পর ৭০০ ফুট কুয়ো থেকে উদ্ধার ৩ বছরের চেতনা

জয়পুর, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : দীর্ঘ ১০ দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন উদ্ধারকারীরা। অবশেষে বুধবার তিন বছরের সেই শিশু চেতনাকে উদ্ধার করা হল। বিগত ১০ দিন ধরে রাজস্থানের কোটপুতলিতে ৭০০ ফুট কুয়োয় আটকে ছিল শিশুটি।

এদিন উদ্ধার করার পরই চেতনাকে তড়িঘড়ি করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শিশুটা বর্তমানে জীবিত না মৃত, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

কল্পতরু উৎসবে ঠাকুরের পুজো, তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের বার্তা দিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ জানুয়ারি(হি.স.): ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি কাশিপুর উদ্যানবাটিতে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস ভক্তদের কাছে কল্পতরু রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই থেকেই দিনটি কল্পতরু দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। আর প্রতি বছরের মতো এ বছরও টালিগঞ্জের করুণাময়ী ব্রিজের কাছে কল্পতরু মন্দিরে মহাসমারোহে কল্পতরু উৎসব উদযাপন করলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ ও ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

এই বিশেষ দিনে মন্ত্রী ঠাকুরের পুজো দিয়ে রাজ্যের মানুষের সুখ, শান্তি এবং সম্প্রীতির জন্য প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার একাধিক কাউন্সিলর, তৃণমূলের কর্মীবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির হন জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক ও শিল্পী জিৎ গাঙ্গুলী।

মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে বিজেপিকে নাম না করে আক্রমণ করে বলেন, 'যারা বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ভুলে গিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, তাদের চৈতন্য হোক। ঠাকুর রামকৃষ্ণের আদর্শ মেনে বাংলার সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই আমাদের লক্ষ্য।' তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূলই মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন বাংলার সবচেয়ে বড় সম্পদ।'

জিৎ গাঙ্গুলী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে রাজ্যবাসীকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান এবং সকলের জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। পাশাপাশি নতুন বছরে নিজের ওজন কমানোর লক্ষ্যের কথা জানান, যদিও খাদ্যপ্রিয় বাঙালি হিসেবে খাওয়া ছাড়তে পারবেন না বলেও রসিকতা করেন তিনি।

করুণাময়ী ব্রিজের কাছে আয়োজিত কল্পতরু উৎসব ঘিরে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। উৎসব উপলক্ষে এলাকাজুড়ে ছিল সাজসাজ রব। ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ধর্মীয় উদযাপনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের সংস্কৃতি এবং সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হলো এই উৎসবে।

দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশনের শতবর্ষ উদযাপন, উত্তর কলকাতার গর্বের অধ্যায়

কলকাতা, ১ জানুয়ারি(হি.স.): উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন বৃহস্পতিবার তাদের শততম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করবে। ১৯২৫ সালে পরাধীন ভারতে এলাকার শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় ইতিহাসের বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজও একই গৌরবে তার শিক্ষার আলো ছড়িয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, নকশাল আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলির সঙ্গী হয়েছে এই বিদ্যালয়। তবু স্থানীয় নাগরিক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের নিরন্তর সহযোগিতায় দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন আজও এগিয়ে চলেছে।

এই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক ড. সুপ্রিয় পাঁজা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। উদ্বোধনী পর্বে প্রদীপ প্রজ্বলন এবং অতিথিদের মাধ্যমে ১০০টি চারা গাছ রোপণের মাধ্যমে প্রকৃতির সংরক্ষণে বিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণে এই বৃক্ষরোপণকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি এবং ূমিকা উল্লেখযোগ্য। ড. সুধীর চন্দ্র ঘোষের হাত ধরে শুরু হওয়া এই সংগঠন বর্তমানে প্রভাত লাহা ও সরোজ দাসের নেতৃত্বে কাজ করে চলেছে।

ড. সুপ্রিয় পাঁজা বলেন, 'বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কুলদা প্রসাদ লাহিড়ীর দেখানো পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। বিদ্যালয়ের গৌরবময় ১০০ বছর সম্পন্ন করতে আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। স্থানীয় প্রশাসন, জন প্রতিনিধিদের সহযোগিতা ছাড়া এই পথচলা সম্ভব হতো না।'

আটক এক

● প্রথম পাতার পর

সময় সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে আটক করে আরপিএফ। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে প্রায় ২০০ প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বলে জানালেন কমান্ডেন্ট বি কে সিনহা।

তিনি আরও বলেন, পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে বদরপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ব্যাগটিকে সংগ্রহ করে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল তখনই পুলিশ তাকে আটক করে। ধৃতের নাম হাবিবুল রহমান। তার বাড়ি উদয়পুর।

আরাবুল ইসলামের গাড়ি ভাঙচুর

ভাঙর, ১ জানুয়ারি(হি.স.): বুধবার ভাঙরের পোলেরহাট থানার ওয়ারী এলাকায় তৃণমূলের পতাকা তোলাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। আরাবুল ইসলামের অনুগামীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে শওকত মোল্লার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, আরাবুল ইসলামের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, পতাকা তোলার পরপরই অশান্তির পূর্বাভাস পেয়ে আরাবুল ইসলাম এলাকা ছাড়ার চেষ্টা করছিলেন। ঠিক সেই সময় পেছন থেকে শওকত মোল্লার অনুগামীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। হামলার জেরে আরাবুল ইসলামের গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অশান্তি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পোলেরহাট থানার পুলিশ পৌঁছায় এবং লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এলাকায় এখনও চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা বিরোধের ফলেই এই সংঘর্ষ। তবে এই ঘটনার পর এলাকা জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ইংরেজি নববর্ষে পর্যটকদের ঢল, জমজমাট বকখালি

বকখালি, ১ জানুয়ারি(হি.স.): বছরের প্রথম দিনেই পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠল বকখালি পর্যটন কেন্দ্র। পিকনিক গ্রাউন্ড থেকে শুরু করে সমুদ্র সৈকত সর্বত্রই ছিল উৎসবের আমেজ। ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন করতে পর্যটকদের সমাগমে এক ভিন্ন মেজাজে রঙিন হয়ে উঠেছিল এই পর্যটন কেন্দ্র।

নাচ, গান, খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে সমুদ্র স্নানে মত্ত ছিলেন আগত পর্যটকরা। বছরের প্রথম দিনে এবার শীতের মরশুমের সর্বোচ্চ পর্যটক সমাগম বকখালিতে দেখা গিয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মতে, এই ভিড় তাঁদের জন্যও বাড়তি আয়ের সুযোগ করে দিয়েছে।

এত বিপুল পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মোতায়েন করা হয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী। বকখালির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশি নজরদারি চালানো হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে পর্যটকরাও সন্তুষ্ট। ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে এমন জমজমাট বকখালি দেখেই বোঝা যায়, পর্যটনের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রটি ক্রমেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যাচ্ছে।

লোকপাল দিবস

● প্রথম পাতার পর

মাননীয় প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হচ্ছে নয়াদিল্লির দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত মানেকশ সেন্টারের জোরাআওয়র প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানটি শুরু হবে সন্ধ্যা ছয়টায়। এতে সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিগণ, বিভিন্ন হাই কোর্টের বিচারপতিগণ, আইন পরিষেবা ক্ষেত্রের শীর্ষ আধিকারিকগণ, বিভিন্ন রাজ্যের লোকপাল ও উপ-লোকপালগণ এবং আইনজীবী ও আইন বিশেষজ্ঞরা।

বিচারপতি জাস্টিস এ এম খানোয়ালিকর গত বছরের ১০ মার্চে 'লোকপাল অব ইন্ডিয়া'-এর দ্বিতীয় চেয়ারপার্সন হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বর্তমানে, অর্থাৎ ২০২৪-এর মার্চ মাস থেকে লোকপাল কর্তৃপক্ষ চেয়ারপার্সন এবং ছয় জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

প্রাণঘাতী হামলা

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ রাধাচরণ দাসের বিরুদ্ধে।

স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, ওই ব্যক্তি তাদের দেখে থেমে গিয়ে একটু জল চান। তারপর সেখানে উপস্থিত স্থানীয়দের জানান তাঁকে কয়জন ব্যক্তি কুপিয়ে তারপর বিষ পান করিয়ে দিয়েছে। একথা শুনে উপস্থিত ব্যক্তিগণ তড়িঘড়ি তেঁতুল ও জল এনে খাওয়ালে ওই ব্যক্তি বমি করে দেয়। এতে হয়তো অনেকটা বিষ বেরিয়ে যায়। তারপর ব্যক্তিটি ঘ্যান হারায়।

স্থানীয়রা আরো জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি বলেছিল বটতলা থেকে তিন ব্যক্তি তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুপিয়েছে। কিন্তু কোথায় নিয়ে গেছে তা জানা যায় নি। এরপর সে আক্রমণকারীর নাম রাধা চরণ দাস বলেই অজ্ঞান হয়ে যায়। তাঁকে এই ঘটনার ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস করা সম্ভব হয় নি।

এদিকে ব্যক্তিটি অজ্ঞান হবার পর স্থানীয়রা পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করে। দমকল বাহিনী ঐ অজ্ঞাত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পর্যটন কেন্দ্রগুলি

● প্রথম পাতার পর

পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার। অভয়ারণ্যের প্রবেশ পথে টিকিট কাউন্টারের সামনে ছিল পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। পুলিশের এএসআই উত্তম কুমার দেব জানান বুধবার প্রায় ২৫০টি গাড়ির নাম্বার নথিভুক্ত করা হয়। এবং পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থে গাড়িগুলোকে তল্লাশি চালিয়ে কিছু অবৈধ মাদক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। এদিন টিকিট কাউন্টারে সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মোট আয় হয় ১,৩৫,০০০ টাকা এবং মোট পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৫০০০ হয়েছে বলে জানান ফরেস্টার সোহেল মিয়া খাদেম সুয়েল মিয়া কাদিম।

আগামী দিনেও সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের পর্যটকদের আগমন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের জোলোজিক্যাল ডাইরেক্টর বিশ্বজিৎ দাস ও সেঞ্চুরি ওয়ার্ডেন নিরঞ্জন দেবনাথ।

মৃত্যু বৃদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

দেখতে পান এলাকাবাসী। সাথে সাথে তারা খবর দিয়েছেন পুলিশকে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, রেলে কাটা পড়ে উজ্জ্বলা সরকার দাস নামে ৫৮ বছরের এক মহিলার। ওই মহিলা দীর্ঘদিন ধরেই ইট ভাঙ্গার কাজের সাথে যুক্ত। রেল পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী অন্যান্য দিনের মত বুধবার যখন উজ্জ্বলা সরকার দেব ইট ভাঙ্গার কাজের জন্য রেল ব্রিজ ব্যবহার করে যাচ্ছিলেন তখন হয়ত কোনভাবে আগরতলা থেকে করিমগঞ্জগামী ডেমো ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে তার।

১৫ই পর্যন্ত

● প্রথম পাতার পর

সরকার বিভিন্ন কাজের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হবে। এছাড়া, শীতকালীন অধিবেশনে দুটি বিল পেশ করবে ত্রিপুরা সরকার।

এদিন তিনি আরও বলেন, অধিবেশনে আরও একটি পেশ করা হতে পারে। তাছাড়া, চলতি বছরের আগামী মার্চ মাসে বাজেট অধিবেশন শুরু হবে।

৩০ পরিবার তৃণমূলে যোগদান

ময়ূরেশ্বর, ১ জানুয়ারি(হি.স.): বিজেপি দল দেখে বিরক্তি ও ঘৃণার কারণেই দলত্যাগ বলে মন্তব্য করলেন ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রমদ রায়। বুধবার সকালেই কলেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিলেন ৩০টি পরিবার, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিজেপির প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রার্থী তনুশ্রী বাগদী।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে পদ্মফুল চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তনুশ্রী বাগদী এদিন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। যোগদান পর্বটি সম্পন্ন হয় কলেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে, যেখানে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে দলে স্বাগত জানানো হয়। প্রমদ রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বিজেপি দল দেখে মানুষ বিরক্ত ও হতাশ। তনুশ্রী বাগদীও সেই বিরক্তি থেকেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। বিজেপি কেবল বিভাজনের রাজনীতি করে, যা মানুষ আর মেনে নিচ্ছেন না।' তৃণমূলের দাবি অনুযায়ী, বিজেপি থেকে এই যোগদান পর্বে প্রায় ৩০টি পরিবার তৃণমূলে এসেছে, যা ব্লকে তৃণমূলের শক্তি আরও বৃদ্ধি করবে।

প্রাইজমানি দাবা ও যোগাসন স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তীতে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রতি বছরের মত এবারও বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাজধানীর শহর দক্ষিনাঞ্চলের উত্তর বাধারঘাটের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে প্রাইজমানি দাবা ও বয়স ভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এর সাথে শিশুদের বসে আঁকো, যেমন খুশী সাজো, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা সহ সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ড ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রয়েছে মেগা হেলথ ক্যাম্প। আগমী ৫ জানুয়ারী থেকে ১২ জানুয়ারী পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানগুলো হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে আটটার পর্যন্ত ক্লাবে এন্টি ফর্ম বিলি ও জমা নেয়া চলছে। উৎসাহীদের নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাব থেকে ফর্ম সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী কমিটির কনভেনার প্রশান্ত ভৌমিক এখবর জানান। এর সাথে বিস্তারিত সূচী চূড়ান্ত হয়েছে। ৫ জানুয়ারী বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ৫ থেকে ৮ বছর (সময় বিকাল ২টা থেকে ৩টা) ও ৮ৃ থেকে ১২ বছর (সময় বিকাল ৩টা ১৫ মিনিট থেকে ৪:৩০ মিনিট)। ৮ জানুয়ারী মেগা হেল ক্যাম্প। ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার, জেনারেল হেল চেকআপ সহ বিনামূল্যে অষুধ বিতরণ। ৯ জানুয়ারী সকাল ৯টায় সাংবাদিকদের সাথে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। (এডি নগর স্কুল মাঠ)। ১০ জানুয়ারী সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ক্লাবের পতাকা উত্তোলন। সকাল ৯টা ৩০ মিনিট। উন্মুক্ত দাবা প্রতিযোগিতা (প্রথম দিনে তিন রাউন্ড), বিকাল ৪টায় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা (৫ থেকে ৮ ও ৮ৃ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত দুই বিভাগে), সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে মহিলা কমিশনের অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৭টায় শিশুদের আবৃতি, সঙ্গীত ও নৃত্যের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১১ জানুয়ারী সকাল ৯টা ৩০ মিনিট উন্মুক্ত দাবা প্রতিযোগিতা (দ্বিতীয় দিনে দুই রাউন্ড), সকাল ১০টায় বালক ও বালিকা বিভাগে যোগাসন প্রতিযোগিতা। (৫ থেকে ৮ ও ৮ৃ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত দুই বিভাগে)। বিকাল ৫টায় যেমন খুশী সাজ প্রতিযোগিতা। (৫ থেকে ৮ ও ৮ৃ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত দুই বিভাগে)। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে পুতুল নাচ এবং মূকাভিনয় প্রদর্শনী। ১২ জানুয়ারী সকাল ১০টায় শিশুদের ক্রীড়ানুষ্ঠান। (৫ থেকে ৮ ও ৮ৃ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত দুই বিভাগে)। সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে ফায়ার সেফটি"র অনুষ্ঠান। বিকাল ৫টায় সমাপ্তি অনুষ্ঠান ও বস্ত্র বিতরণ। সন্ধ্যা ৭টায় স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের সাংস্কৃতিক দলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অবসরের পরের পরিকল্পনা তৈরি রোনাল্ডোর

অবসরের পর কী কী করবেন তা ঠিক করে ফেলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ফুটবলার হিসাবে কেরিয়ারের শেষ পর্বে চলে এসেছেন তিনি। সৌদি আরবের আল নাসেরের হয়ে খেললেন। ইউরোপের ফুটবল থেকে সরে এসেছেন ৩৯ বছরের রোনাল্ডো। কিন্তু এখনও নিয়মিত গোল করছেন। হয়তো পরের মরসুমেও খেলবেন। কিন্তু অবসরের পর কী করবেন তা ভাবা রয়েছে তাঁর। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাসের মতো ক্লাবের হয়ে খেলেছেন রোনাল্ডো। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন পাঁচ বার।

বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ড এখন তাঁর দখলে। ৯০০-র বেশি গোল করেছেন সব ধরনের খেলা মিলিয়ে। এখনও করে চলেছেন। সেই রোনাল্ডো বলেন, "আমি কোচ হব না। কখনও কোনও দলের কোচ হব না আমি।

কোনও ক্লাবের প্রেসিডেন্টও হব না। আমি ক্লাবের মালিক হতে পারি।" কোনও ক্লাব তিনি কিনতে চান কি না জানতে চাওয়া হলে রোনাল্ডো বলেন, "দেখা যাক। সময় হলে জানা যাবে। এখনও ভাবিনি কোনও বিশেষ ক্লাবের কথা। তবে কয়েকটা ক্লাবের নাম মাথায় আছে।" ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে খেলার সময় সেই ক্লাব সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করেছিলেন রোনাল্ডো। সেই ক্লাবের মালিক গ্লেজার পরিবারের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তাঁকে।

রোনাল্ডো বলেন, "আমি যদি কখনও ওই ক্লাবের মালিক হই, তা হলে বেশ কিছু পরিবর্তন করব। আমার যে যে জিনিসগুলো পছন্দ নয়, সেগুলো সব বদলাব। এখন আমার বয়স কম। অনেক স্বপ্ন আছে আমার। অনেক পরিকল্পনা আছে। আমি কখনও একটা বড় ক্লাবের মালিক হব। লিখে রাখুন।" ২০২১ সালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে দ্বিতীয় বারের জন্য যোগ দিয়েছিলেন রোনাল্ডো। কিন্তু সে বার তেমন নজর কাড়তে পারেননি। ২০২২ সালের নভেম্বরে দল ছাড়েন তিনি। ম্যানেজার এরিক টেন হ্যাগের সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছিল তাঁর। ম্যাঞ্চেস্টার ছেড়ে আল নাসেরে যোগ দেন রোনাল্ডো। ২০২৫ পর্যন্ত সেই ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি আছে তাঁর।

বাংলাদেশি আম্পায়ারকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা উচিত স্নিকোমিটারের! খোঁচা অশ্বিনের

রোহিত শর্মা কোনও বিতর্কের পথে না গেলেও তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ মজার ছলেই ঠুকলেন শরফুদ্দৌলা সৈকতকে। স্নিকোমিটারের অ্যাম্বাসেডর হিসাবে বাংলাদেশি আম্পায়ারের নাম প্রস্তাব করলেন অশ্বিন। মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে যশস্বী জয়সওয়ালকে আউট দেওয়ার পর থেকেই শিরোনামে শরফুদ্দৌলা। তিনি ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে তৃতীয় আম্পায়ার ছিলেন। মাঠের আম্পায়ার যশস্বীকে আউট দেননি। শরফুদ্দৌলা রিপ্লে দেখে আউটের সিদ্ধান্ত জানান। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। অনেকে বলছেন শরফুদ্দৌলার সিদ্ধান্ত সঠিক। যশস্বী আউট ছিলেন।

কিন্তু স্নিকোমিটার যা দেখাচ্ছে, তাতে যশস্বীকে নট আউট দিতে পারতেন আম্পায়ার। সেটা উনি না করায় অনেকেই কটাক্ষ করছেন শরফুদ্দৌলাকে। বাদ গেলেন না অশ্বিনও। সদ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া স্পিনার সমাজমাধ্যমে শরফুদ্দৌলার একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, "আলোচনার কেন্দ্রে এখন স্নিকোমিটার। ওরা এটাকে কাজে লাগাতে পারে। এই মানুষটিকে নিজেদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করতে পারে স্নিকোমিটার।" সেই সঙ্গে অশ্বিনের সংযোজন, "এটা মজা করেই বললাম।" মেলবোর্ন টেস্টের শেষ দিনে ব্যাট করছিলেন যশস্বী। তিনিই ভারতীয় দলকে টানছিলেন। তরুণ ব্যাটার হঠাৎ আউট হয়ে যাওয়ায় বিপদে পড়ে ভারত। ৭১তম ওভারে বল করছিলেন প্যাট কামিন্স। তাঁর বল যশস্বীর লেগ স্টাম্পের বাইরে যাচ্ছিল। সেই বলে ব্যাট চালান ব্যাটার। বল উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারের হাতে যেতেই অস্ট্রেলিয়া আউটের আবেদন করে। কিন্তু মাঠের আম্পায়ার ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোয়েল উইলসন আউট দেননি। রিভিউ নেয় অস্ট্রেলিয়া। আউট দেন তৃতীয় আম্পায়ার। তৃতীয় আম্পায়ার যখন রিপ্লে দেখছেন, তখন স্নিকোতে কোনও বড় স্পাইক দেখা যায়নি। তার পরেও তৃতীয় আম্পায়ার আউট দেওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়। তৃতীয় আম্পায়ার সৈকত বলেন, "ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে বল গ্লাভসে লেগেছে। বলের দিক পরিবর্তন হয়েছে।" সেই যুক্তিতে স্নিকোতে ব্যাটে বা গ্লাভসে বল লাগার কোনও প্রমাণ না পাওয়া গেলেও তৃতীয় আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত জানান।

৮৭ বছরের রেকর্ড ভাঙল মেলবোর্নে কী হল ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে?

মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের পাঁচ দিনই গড়িয়েছে ম্যাচ। সোমবার পঞ্চম দিনের শেষ পর্বে গিয়ে খেলা শেষ হয়েছে। মাঝে সামান্য বৃষ্টি হলেও পুরোদমে হয়েছে খেলা। ফলে মানুষের আগ্রহও ছিল তুঙ্গে। মেলবোর্নে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন একটি নজির তৈরি হয়েছে যা ভেঙে দিয়েছে ৮৭ বছর পুরনো একটি রেকর্ড। মেলবোর্নে পাঁচটি দিন মিলিয়ে খেলা দেখেছেন ৩,৫১,১০৪ জন দর্শক। ১৯৩৭ সালে বক্সিং ডে টেস্টে ৩,৫০,৫৩৪ জন দর্শকসংখ্যাই এত দিন সর্বোচ্চ ছিল। তা ভেঙে গেল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার সেই ম্যাচে খেলেছিলেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যান। অস্ট্রেলিয়ায় হওয়া কোনও টেস্ট ম্যাচে এটাই সর্বাধিক দর্শকসংখ্যা। অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিক টম মরিসন লিখেছেন, "এমসিজি আশা করেনি এত দর্শক হবে। অস্ট্রেলিয়া বোর্ডও নয়। তাই খাবার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে নাজেহাল হতে হয়েছে ওদের। রোজই প্রায় ৭৫ হাজার দর্শক হাজির হয়েছে মাঠে। সবাই আইসক্রিমের খোঁজ করেছে।" পঞ্চম দিনে ইয়ারা পার্ক খুলে দেওয়া হয়েছিল গাড়ি রাখার জন্য, যা সাধারণত দেখাই যায় না। তবে ঢোকার জন্য মাত্র একটিই গেট থাকায় ট্র্যাফিক জ্যাম হয়। সে কারণে অনেকেরই মাঠে ঢুকতে দেরি হয়েছে। প্রথম দিন ৮৭,২৪২ জন দর্শক খেলা দেখেছিলেন। তৃতীয় দিন দেখেন ৮৩,০৭৩ জন দর্শক। চতুর্থ দিন ৪৩,৮৬৭ জন দর্শক খেলা দেখেছিলেন। পঞ্চম দিন আগের নজির ছাপিয়ে যায়। তা ছাড়া, যে ম্যাচের নজির ভেঙেছে সেই টেস্টটি ছিল ছয় দিনের।

ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচের টিকিট ৮০০ থেকে শুরু

ইডেনে ২২ জানুয়ারি ভারত-ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ। সর্বনিম্ন টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ৮০০ টাকা। এ ছাড়াও রয়েছে ১৩০০, ২০০০ ও ২৫০০ টাকার টিকিট। সোমবারই এ বিষয়ে নোটিস বার করেছে সিএবি।

সেই নোটিস নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। সিএবি অনুমোদিত ক্লাবগুলোকে ম্যাচের দিনই টিকিট দেওয়া হবে। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ ক্লাব কর্তারা। একেবারেই এই সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না। ম্যাচের দিন তাড়াহুড়োর মধ্যে কী করে টিকিট বণ্টন করবে বাংলারক্রিকেট সংস্থা? সিএবি-র এক কর্তা যদিও বলছিলেন, "নোটিস ছাপার সময় টিকিট বণ্টনের দিন ভুল লেখা হয়েছে। টিকিট কবে থেকে দেওয়া হবে তা এখনও পরিষ্কার নয়। নিশ্চিত ভাবেই ম্যাচের আগে প্রত্যেকটি ক্লাব টিকিট পেয়ে যাবে।" ম্যাচের দিন ঝুলন গোস্বামীর স্ট্যান্ডও উদ্বোধন করা হবে ইডেনে।

রাবাডাদের ফাইনালে ওঠা নিয়ে বিতর্ক

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে উঠতে দেখে বিস্মিত হয়েছেন অনেকেই। বিতর্কও চলছে। বলা হচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকার থেকেও বেশ কয়েকটি দেশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভাল ফল করেও ফাইনালের টিকিট পায়নি।

ফাইনালে ওঠার পথে মাত্র ১১টা টেস্ট ম্যাচ খেলতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। যে সময়ে ইংল্যান্ডকে খেলতে হয়েছে ২২টি টেস্ট। ভারত খেলেছে ১৮টি এবং অস্ট্রেলিয়া ১৬টি। এমনকি, নিউ জিল্যান্ড (১৪) এবং বাংলাদেশও (১২) চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বৃত্তে টেম্বা বাভুমা-কাগিসো রাবাডাদের থেকে বেশি টেস্ট খেলেছে।

এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পড়তে হয়েছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডকে। পরস্পরের সঙ্গে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে হয়েছে তাদের। নিউ জিল্যান্ড এবং পাকিস্তান দু'টি তিন ম্যাচের সিরিজ খেলার সুযোগ পেয়েছে এই সময়সীমায়। দক্ষিণ আফ্রিকাও জানে, তাদের ফাইনালে ওঠা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সে দেশের লাল বলের কোচ শুকরি কনরাড বলেছেন, "জানি, অনেকেই বলছে আমরা নাকি সহজ ম্যাচ পেয়েছি ফাইনালে ওঠার পথে। তার জন্য আমি ক্ষমা চাইব না। পরের বছর লর্ডসে যে আমরা খেলতে নামব, এটা ভেবেই আমি উত্তেজিত।" দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিদেশে খেলতে হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ এবং নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে নিউ জিল্যান্ডের কাছে হারতে হয়েছিল ০-২ ফলে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১-০ এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২-০ ফলে সিরিজ জয়।

বিশেষ অনুমতিতে এসজিএমে স্নেহাশিস

ভারতীয় বোর্ডের বিশেষ সাধারণ সভায় (এসজিএম) প্রবেশ করতে পারবেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। তবে তাঁকে বিশেষ অনুমতি নিতে হচ্ছে। বোর্ডের কাছে তাঁর নাম পাঠাতে দেরি করায় এই লজ্জার মুখে পড়তে হল সিএবি-কে। বোর্ডের ইলেকটোরাল অফিসার এ. কে. জ্যোতি আগের দিনই বলে দিয়েছিলেন, এসজিএম-এ সিএবির প্রতিনিধিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। নিজের সিদ্ধান্তে এখনও অনড় ইলেকটোরাল অফিসার। তবে সিএবি সূত্রে খবর, ভারতীয় বোর্ডের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রজার বিনির সঙ্গে যোগাযোগ করেন স্নেহাশিস। বোর্ডকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে হয় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও।

অনূর্ধ ২৩ মহিলা টি-২০ জাতীয় ক্রিকেটে অন্বেষার নেতৃত্বে রাজ্যদল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দল প্রস্তুত। আজ, বুধবার, ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনে বেলা বারোটায় নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে রাজ্য দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়রা যথারীতি রিপোর্ট করেছেন। ইতোমধ্যে তারা জামশেদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। আগামী ৫ থেকে ১২ জানুয়ারি জামসেদপুরে জাতীয় অনূর্ধ ২৩ মহিলা টি-টুয়েন্টি ট্রফি ২০২৪-২৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর লীগ পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে অংশগ্রহণকারী ত্রিপুরা দলের নেতৃত্বে রয়েছেন অন্বেষা দাস। ডেপুটির ভূমিকায় পূজা দাস। দলের অন্যান্য খেলোয়াররা হলেন অন্তরা দাস, অনামিকা দাস (উইকেট রক্ষক), প্রিয়া সূত্রধর, সেবিকা দাস, পায়েল নমঃ, দেবাদৃতা দেব, মমিতা দেব, নিকিতা সরকার, প্রিয়া ত্রিপুরা, তানিশা দাস, মেঘা সরকার (উইকেট রক্ষক), প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া, অনন্যা দেবনাথ। কোচ তপন কুমার দেব ও নারায়ণ চন্দ্র দেব।

কৈলাসহরে ছোটদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু ১০ জানুয়ারি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ছোটদের ক্রিকেট দিয়ে মরশুম শুরু করতে চলেছে কৈলাশহর মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা। ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে আসর। এবছর খেলা হবে বিদ্যানগর স্কুল মাঠে। আসরে অংশ নিয়েছে ছয়টি দল: পাইতুর বাজার প্লে সেন্টার, সাঁতচাক ক্লাব, অগ্রদূত সংঘ, কীট কোচিং সেন্টার, নবজাগ্রত ক্লাব এবং টিলা বাজার প্লে সেন্টার। এবারই প্রথম আসরে অংশ নিয়েছে কীট কোচিং সেন্টার। গেল বছরের চ্যাম্পিয়ন ইয়ুথ স্পোর্টিং ক্লাব এ বছর আসরে অংশ নেয়নি। আগামী দু-একদিনের মধ্যেই আসরের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা হবে বলে জানান মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সচিব প্রলয় পাল। এদিকে আসরের সাফল্য পেতে সব কটি দলই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

ঘরোয়া ক্রিকেটে দলবদল ও টোকেন তোলা শুরু ৬ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঘরোয়া ক্রিকেটে দলবদল শুরু হচ্ছে ৬ জানুয়ারি থেকে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন থেকে ইতোমধ্যে ঘরোয়া ক্রিকেটে অনুমোদিত ক্লাব দল গুলোর মধ্যে দল বদলের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিগত সময়ে এই দলবদল পর্ব সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে হয়ে গেলেও এবার অনিবার্য কারণে তা অনেকটা পিছিয়ে জানুয়ারিতে হচ্ছে। ক্রিকেটারদের কোনক্লাবে খেলার ইচ্ছে তা জানিয়ে টোকেন তোলা এবং দলবদলের বিষয় শুরু হবে ৬ জানুয়ারি থেকে। চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। তবে নির্ধারিত ছুটির দিনগুলো ব্যতিরেকে। সম্প্রতি টিসিএ-র সম্পাদক এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়ে আরও উল্লেখ করেন যে প্রতিদিন বেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত টোকেন বিলি ও দলবদল পর্ব চলবে।

টিসিএ-র সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের চার ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দু"দিন বন্ধ থাকার পর আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) হবে চারটি ম্যাচ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে বৃহস্পতিবার মাঠে নামবে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার এবং এ ডি নগর কোচিং সেন্টার। নিপকো মাঠে শক্তিশালী চাম্পামুড়া সি সি খেলবে

বিলোনিয়ায় অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে জয় পেলো বিদ্যাপীঠ, স্পোর্টস ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় পেলো বিদ্যাপীঠ কোচিং সেন্টার এবং স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টস ক্লাব। বিলোনিয়া মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট। বুধবার আসরের দুটি ম্যাচ হয়। নর্থ বিলোনিয়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিদ্যাপীঠ কোচিং সেন্টার ৫১ রানে পরাজিত করে আর্য্য কলোণী কোচিং সেন্টারকে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে বিদ্যাপীঠ কোচিং সেন্টার ১০৬ রান করে। দলের পক্ষে অংশুমান দাস ৮২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ এবং রোহিঙ্গা মগ ৪৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৯ রান। আর্য্য কলোনি কোচিং সেন্টারের পক্ষে রনি দেবনাথ ২৭ রানে তিনটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে আর্য্য কলোনি কোচিং সেন্টার মাত্র ৫৫ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে প্রণীত প্রসাদ ১১ রান করে। বিদ্যাপীঠ কোচিং সেন্টারের অংশুমান দাস নয় রানে এবং রোহিঙ্গা মগ ১৭ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে। বিদ্যাপীঠ মাঠে অপর ম্যাচে স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টস ক্লাব ১৫৩ রানে পরাজিত করে বিলোনিয়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টস ক্লাব ২২০ রান করে নির্ধারিত চল্লিশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে। দলের পক্ষে প্রীতম রায় ৫২ বল খেলে দশটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩, সৃজন দাস ৩০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ এবং মৈনাক সরকার ৭৫ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৪ রান। জবাবে খেলতে নেমে বিলোনিয়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাত্র ৬৭ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দেবাংশ মজুমদার ৩৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ সুরজিৎ নন্দী ১৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ এবং বিশাল বৈদ্য ১৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টস ক্লাবের পক্ষে চিরঞ্জীৎ সরকার ৭ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে।

রাজ্যে সারা জাগানো ঐতিহ্যবাহী কমল কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শহর দক্ষিণের আমতলীতে চমক সৃষ্টিকারী কমল কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিনের মধ্য দিয়েই আজ, বুধবার শুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতার প্রথম দিনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর সূচি অনুযায়ী প্রথম রাউন্ডের প্রথম ম্যাচটিও অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীকাল থেকে অবশ্য দু-বেলায় দুই বা পরিস্থিতি বুঝে দুইয়ের অধিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, এবারের টুর্নামেন্টেও সারা রাজ্য থেকে ৬৪ টি টিম এতে অংশগ্রহণ করেছে।

নকআউট পদ্ধতিতে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে মোট ৬৩ টি ম্যাচ হবে।

চ্যাম্পিয়ন, রানার্স সহ সেরা খেলোয়ারদের জন্য গাড়ি, প্রাইজমানি ছাড়াও প্রচুর পুরস্কার রয়েছে এই টুর্নামেন্ট ঘিরে। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, স্পনসরর প্রোগ্রেসিভ টাটা মোটরসএর একজিকিউটিভ জেনারেল ম্যানেজার অমলেন্দু নাথ, স্কুল অফ সায়েন্স এর কর্ণধার অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, স্যন্দন টিভি ও স্যন্দন পত্রিকার ডিরেক্টর অভিষেক দে প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। ঘিরে অত্রাঞ্চলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

বেল বদলের খেলা! স্টার্ক, যশস্বীর কাণ্ডে মেলবোর্নে উত্তেজনা

এ বারের বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে বার বার দেখা গিয়েছে যশস্বী জয়সওয়াল এবং মিচেল স্টার্কের লড়াই। মেলবোর্ন টেস্টের শেষ দিনেও অন্যথা হল না। সোমবার চলল মনস্তাত্ত্বিক লড়াই। বেল বদলের খেলা চলল মেলবোর্নে। শেষ দিনে ভারতের লক্ষ্য ৩৪০ রান। সেই রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই রোহিত শর্মা (৯), লোকেশ রাহুল (০) এবং বিরাট কোহলির (৫) উইকেট হারায় ভারত। ঋষভ পন্থ এবং যশস্বী মিলে ৮৮ রানের জুটি গড়েন। সেই জুটি ব্যাট করার সময়ই ঘটনাটি ঘটে। নন-স্ট্রাইকারের দিকে ছিলেন যশস্বী। বল করে ফেরার সময় স্টার্ক হঠাৎ সেই দিকের উইকেটের বেল দু'টির জায়গা বদল করে দেন। স্টার্ক হেঁটে এগিয়ে যান বল করার জন্য প্রস্তুতি নিতে। তখন যশস্বী আবার বেল দু'টিকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেন। এর আগে বিভিন্ন ক্রিকেট ম্যাচে দেখা গিয়েছে ফিল্ডিং দল বেলের জায়গা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। কখনও বোলার, কখনও ফিল্ডারেরা এমন করেছেন। তার পরেই ব্যাটার আউট হয়ে গিয়েছেন। যশস্বীর উপর মানসিক চাপ তৈরি করার জন্যই স্টার্ক এমনটা করেছিলেন। কিন্তু ভারতের তরুণ ব্যাটার নিজের চাপ কাটাতে আবার বেলের জায়গা বদল করেন। এই ঘটনা দেখে মেলবোর্নের দর্শকদেরও চিৎকার করতে শোনা যায়। তাঁরাও ক্রিকেটারদের উৎসাহ দিতে থাকেন। দু'টি বল পরেই আবার দেখা যায় যশস্বী এবং স্টার্ককে কথা বলতে। তাঁরা যে বন্ধুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন এমনটা নয়। ওভার শেষ হতে পন্থকে দেখা যায় যশস্বীর সঙ্গে কথা বলতে। তিনি তরুণ ব্যাটারকে শান্ত থাকতে বলেন। মনোযোগ হারাতে বারণ করেন। যশস্বী যদিও এর পর কয়েকটি চার মেরে জবাব দেন অস্ট্রেলিয়াকে। স্টার্ক বল করতে এসে আবার স্লেজ করেন যশস্বীকে। তিনি আবার নন-স্ট্রাইকারের দিকের উইকেটের বেল দু'টির জায়গা বদল করেন। সেই সময় নন-স্ট্রাইকারের দিকে ছিলেন পন্থ। তিনি ঘটনাটি পাত্তা দেননি। নিজের কাজে মন দেওয়াই সঠিক বলে মনে করেন পন্থ। স্টার্ক অনেক চেষ্টা করেও দ্বিতীয় সেশনে এই দুই ব্যাটারের কাউকে আউট করতে পারেননি। তৃতীয় সেশনে পন্থ আউট হয়ে যান। ট্রেভিস হেডের বলে বড় শট খেলতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে বসেন তিনি। ১০৪ বলে ৩০ রান করে আউট হয়ে যান পন্থ। আগ্রাসী ব্যাটার হিসাবেই পরিচিত তিনি। কিন্তু সোমবার যথেষ্ট মন্থর ইনিংস খেলেন। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ২৮.৮৪। যশস্বী আউট হন ৮৪ রান করে। ২০৮ বল খেলে প্যাট কামিন্সের বলে আউট হন তিনি।

মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে বছরের সেরা হওয়ার দৌড়ে স্মৃতি, লড়াইয়ে আরও তিন জন

আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার হওয়ার দৌড় শুরু। মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে এই বছরের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার জন্য চার জন রয়েছেন।

তাঁদের মধ্যে এক জন ভারতের স্মৃতি মন্ধানা। ভারতীয় ব্যাটারের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়ার তিন জন ক্রিকেটার লড়াইয়ে রয়েছেন। ২০২৪ সালে মন্ধানা ১২টি এক দিনের ইনিংসে ৭৪৩ রান করেছেন। চারটি শতরান করেছেন।

তাঁর গড় ৬১.৯১ এবং স্ট্রাইক রেট ৯৬.৯৯। মন্ধানার সঙ্গে দৌড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভারৎ, শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপত্তু এবং অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। মন্ধানা এই বছর জুন মাস থেকে ফর্মে রয়েছেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পর পর দু'টি ম্যাচে শতরান করেছিলেন। এর পর নিউ জিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও শতরান করেছিলেন তিনি। এই চারটি শতরান তাঁকে সেরার দৌড়ে রেখেছে। উলভারৎ ১২টি ইনিংসে ৬৯৭ রান করেন। তাঁর গড় ৮৭.১২। স্ট্রাইক রেট ৮৭.৩৪। এই দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ধারাবাহিক ভাবে রান করে গিয়েছেন তিনি। শ্রীলঙ্কার চামিরা ৯ ইনিংসে এই বছর ৪৫৮ রান করেছেন।

গড় ৬৫.৪২ এবং স্ট্রাইক রেট ১০১.১০।

বল হাতে ৯ উইকেটও নিয়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার সাদারল্যান্ড ৯ ইনিংসে ৩৬৯ রান করেছেন। তাঁর গড় ৫২.৭১। স্ট্রাইক রেট ১০০.২৭। বল হাতে ১৩টি উইকেট নিয়েছেন অলরাউন্ডার সাদারল্যান্ড। তাঁদের ছাপিয়ে মন্ধানা বছরের সেরা হতে পারেন কি না সেই দিকে নজর থাকবে ভারতীয় সমর্থকদের।

কোহলি ফিরতেই হতাশায় মুখ ঢাকলেন অনুষ্কা! ভারতের দুরবস্থায় স্তম্ভিত রাহুলের স্ত্রীও

মেলবোর্নে ফের ব্যর্থ বিরাট কোহলি। অফ স্ট্যাম্পের বলে খোঁচা দিয়ে ফিরে গেলেন তিনি। গ্যালারিতে তখন উপস্থিত তাঁর স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা। হতাশায় মুখ ঢেকে ফেললেন বলি অভিনেত্রী। পাশে বসে থাকা কেএল রাহুলের স্ত্রী আথিয়া শেঠি পুরো স্তম্ভিত। এদিন মিচেল স্টার্ক রীতিমতো ফাঁদে ফেলে আউট করেন কোহলিকে। সেই অফ স্ট্যাম্পের লোভনীয় বল। সেই খোঁচা। উসমান খোয়াজার হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন। ২৯ বলে ৫ রানে আউট হন কোহলি। তারপরই ক্যামেরায় ধরা পড়লেন অনুষ্কা শর্মা। হতাশায় মুখ ঢাকলেন তিনি। পাশেই বসে ছিলেন আথিয়া শেঠি। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেও তিনি মেলবোর্নে হাজির হয়েছেন ভারতীয় দলকে সমর্থন করার জন্য। কিন্তু হতাশ করলেন কেএল রাহুলও। এদিন রানের খাতাই খুলতে পারলেন না। যে ওভারে রোহিত শর্মা আউট হলেন, সেই একই ওভারে তিনিও ফিরে গেলেন। খেললেন মাত্র ৫টি বল। এই সিরিজে যথেষ্ট ভালো ফর্মে আছেন রাহুল। কিন্তু মেলবোর্নে প্রথম ইনিংসে ২৪ রানে আউট হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় ইনিংসে 'ডাক' করে ফিরলেন। মেলবোর্নে চতুর্থ দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ৯ উইকেট হারিয়ে ২২৮। শেষ উইকেটে উঠেছিল ৫৫ রান। পঞ্চম দিনে অবশ্য সেটা আর বেশি দূর এগোয়নি। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস থামে ২৩৪ রানে। ৫ উইকেট তোলেন জশপ্রীত বুমরাহ। তাতেও ভারতের জন্য ৩৪০ রানের বিরাট লক্ষ্য রেখেছে অজিরা। আর সেখানে ভারতের ব্যাটিংয়ের শুরুতেই বিপর্যয়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১১১ তম জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি: রাজ্য তপশিলি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১১১ তম জন্মদিন পালন করা হয়। ওই অনুষ্ঠান আগরতলা অফিস লেনস্থিত অদ্বৈত অতিথি শালা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস ,দপ্তরের সচিব সহ দপ্তরের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মীরা। মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, অদ্বৈত মল্লবর্মণ একজন অসাধারণ বাংলা লেখক ছিলেন। তাঁর লেখাগুলো, বিশেষ করে উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। তাঁর জন্মদিনে, আমরা তাঁর স্মরণে এই জন্মজয়ন্তী পালন করি। তিতাস একটি নদীর নাম: তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি গ্রামীণ বাংলার জীবন, মানুষের সংগ্রাম, এবং সামাজিক বৈষম্যকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, তিনি খুব সহজ সরল ভাষায় লিখতেন, যার ফলে তাঁর লেখা সবার কাছেই বোধগম্য হত।তাঁর লেখাগুলোতে সামাজিক বার্তাও থাকত। তিনি সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতেন। তাঁর লেখা পড়া: অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখা পড়ে তাঁর সৃজনশীলতা ও ভাবনার জগতে একটু ঘুরে আসা যায়। অদ্বৈত মল্লবর্মনের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে ছাত্র যুব সমাজের মন্ত্রী সুধাংশু দাস আহ্বান জানিয়েছেন।

চড়িলামে আক্রান্ত দলীয় কর্মী সমর্থকদের বাড়িঘর পরিদর্শনে নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি: চড়িলাম মন্ডলের ননজলা পুষ্কর বাড়ি এলাকায়পূর্বতন মন্ডল সভাপতির আমলে আক্রান্ত দলীয় কর্মী সমর্থকদের বাড়িঘর পরিদর্শনে গিয়েছেন নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতি। তাদের সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, দলীয় কর্মীর দ্বারা বাড়িঘর ভাঙচুর,আক্রমণ, বাইক পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা, নেতৃত্বদের কাছে দলীয় কর্মীর চিকিৎসার সাহায্য না পেয়ে বুধবার দুপুরে নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতিকে কাছে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন দীর্ঘদিনের পুরনো বিজেপি কর্মী সহ তার পরিবার। ঘটনা চড়িলাম মন্ডলের ননজলা পুষ্কর বাড়ি এলাকায়।

দীর্ঘ বছর পূর্বে যখন চড়িলাম মন্ডল সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজকুমার দেবনাথ তখন পূর্বতন মন্ডল সভাপতি তাপস দাসের প্যানেলের কর্মীদের বাড়িতে আক্রমণ, ভাংচুর, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার একাধিক ঘটনা ঘটেছিল। সেই দিনে স্বদলীয় কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ননজলা এলাকার মফিজ মিয়াঁ সহ একাধিক পরিবার। মন্ডল সভাপতি হিসেবে তাপস দাস নিযুক্ত হওয়ার পর সেই আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের বাড়িতে বুধবার ছুটে গিয়েছেন তিনি। মন্ডল সভাপতি তাপস দাসকে কাছে পেয়ে যেমন ক্ষোভ উপড়ে দেন, ঠিক তেমনি কান্নায় ভেঙে পড়েন অসহায় পুরাতন বিজেপি কর্মীরা।

এবিষয়ে মন্ডল সভাপতি তাপস দাস জানিয়েছেন, সমস্ত ঘটনার তদন্তক্রমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অভিযুক্তরা শাস্তি পাবেই। পাশাপাশি এদিনে পুষ্কর বাড়ি এলাকার ২০১৭ সালের একনিষ্ঠ কার্যকর্তা মৃত সুশান্ত দেববর্মার পরিবারের পাশে ছুটে যান। একমাত্র উপার্জনকারী মৃত সুশান্ত দেববর্মার মৃত্যুতে পরিবারটি একেবারে অসহায়। সরকারিভাবে তেমন কোন সাহায্য পায়নি। এ পরিবারটিকে সরকারি ভাবে সাহায্য করার আশ্বাস দিলেন মন্ডল সভাপতি।

তাছাড়া, ওই দিনে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি মোর্চার সিপাহীজলা কমিটি সভাপতি কানুরাজ দেববর্মা,স্বপন দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

আন অর্গানাইজ ওয়ার্কার কংগ্রেসের উদ্যোগে ডঃ মনমোহন সিং এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি: বুধবার বটতলায় অল ত্রিপুরা আন অর্গানাইজ ওয়ার্কার কংগ্রেসের উদ্যোগে ডঃ মনমোহন সিং এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুর আজ ষষ্ঠ দিন। আগামীকাল পর্যন্ত সারা দেশব্যাপী চলবে রাষ্ট্রীয় শোক।

আজ বটতলায় অল ত্রিপুরা আন অর্গানাইজ ওয়ার্কার কংগ্রেসের উদ্যোগে ডঃ মনমোহন সিং এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অল ত্রিপুরা আন অর্গানাইজ ওয়ার্কার কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শান্তনু পাল, সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায় সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তারা।

মন্ত্রী টিংকু রায়ের ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে চন্ডিপুর মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি: ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়ের ৫০তম জন্মদিনে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। চন্ডিপুর মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে কৈলাসহর প্রেস ক্লাবে আয়োজন করা হয়েছে ওই শিবির। এদিন মন্ত্রীর সহধর্মিনী শঙ্করি দেবরায়ের রক্তদানের মাধ্যমে শিবিরের সূচনা করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, জেলা সাধারণ সম্পাদক অরুণ সাহা এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সকালে মন্ত্রী চা শ্রমিকদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন এবং কীর্তনতলি ছিন্নমস্তা কালী বাড়িতে মহাযজ্ঞ আয়োজন করেন। মহাযজ্ঞ শেষে দুই হাজার মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও মন্ত্রী বিভিন্ন মন্দিরে প্রসাদ বিতরণ এবং দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।কৈলাসহর ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সভাপতি অনুপম পাল এবং প্রেস ক্লাবের পক্ষে ক্লাব সম্পাদক সুকান্ত চক্রবর্তী জন্মদিনে রক্তদানের মত মহতি উদ্যোগের জন্য মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন।

দক্ষিণ জেলায় কৃষিদপ্তরে উদ্যোগে কৃষকদের মধ্যে যন্ত্রাংশ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি: দক্ষিন জেলা পরিষদের অর্থ ব্যয় করে কৃষিদপ্তরে উদ্যোগে কৃষকদের মধ্যে যন্ত্রাংশ বিতরণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার চাইছে কৃষকদের আয় দ্বিগুন করতে। কৃষকদের আয় দ্বিগুন করতেগিয়ে রাজ্যসরকারের উদ্দ্যোগে প্রতিনিয়ত কৃষকদের মধ্যে বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত বারিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, কৃষকরা অন্নদাতা। এরই মধ্যে দক্ষিন জেলার কৃষকরা কৃষিকাজে সয়ম্ভর। দক্ষিন জেলার কৃষকদের আয় দ্বিগুন করার লক্ষ্যে কৃষকদের সাহায্যেরহাত বারিয়ে দিচ্ছে দক্ষিন জেলা পরিষদের সভাতিপতি দীপক দত্ত। দীপক দত্ত জেলা পরিষদের সভাধিপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রতিনিয়ত লোকজনদের সাহায্যের হাত বারিয়ে দিচ্ছে। বুধবার জোলাইবাড়ী ব্লকের মধ্যে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে জেলাপরিষদের অর্থ ব্যয় করে ৫৫ জন কৃষক নির্ধারন করে মিনি ট্রাকটার ও ৭৬ জন কৃষককে স্প্রে মেশিন বিতরন করাহয়।

জানা গিয়েছে, মিনিট্রাকটার ক্রয়ে প্রতিট্রাকটার পিছু ৭৫ হাজার টাকা ও স্প্রেমেশিন ক্রয়ে ৪ হাজার টাকা ব্যায়করাহয়। দক্ষিন জেলা পরিষদের উদ্দ্যোগে গ্রেইভস কোম্পানির নেপটোন মিনি ট্রাকটার বিতরন করাহয়। এইধরনের উন্নত মেশিন পেয়ে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। জোলাইবাড়ী ব্লকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, দক্ষিন জেলাপরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, ভাইস চেয়ারম্যান কেশব চৌধুরী, জোলাইবাড়ী ব্লকের সমষ্টিউন্নয়ন আধিকারিক মানস ভট্টাচার্য্য, জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সুজিত দত্ত সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা বিগত বাম আমলে কৃষকদের বঞ্চনার কিছু তথ্য সকলের সামনে তুলেধরেন। বক্তারা জানান বিগত বাম আমলে কৃষকদের কাছে বিশেষ তহবিলের নামে চাঁদা সংগ্রহ করা হতো। কৃষকদের ধান উৎপাদন হলে চাঁদা হিসাবে ধান সংগ্রহ করা হতো। বিগত বাম আমলে কৃষকদের দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের আন্দোলন করানো হতো।

বামআমলে কৃষকদের বঞ্চনারমফলে কৃষকরা কৃষিজ ফসল উৎপাদনে অনীহা প্রকাশ করতো। বর্তমান সময়ে রাজ্যে বিজেপি, আই পি এফ টি ও তিপ্রামথা দলের জোট সরকার চলাকালীন সময়ে কৃষকরা প্রতিনিয়ত নানান সাহায্য পেয়ে যাচ্ছে। কোনোপ্রকার আন্দোলন ছারাই কৃষকরা সবকিছু পেয়েযাচ্ছে। রাজ্যসরকার কৃষকদের কৃষিজ সামগ্রী, বীজ , সার বিনামূল্যে বিতরন করছে। তার পাশাপাশি কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ক্রয়করছে রাজ্যসরকার। কৃষদের জন্য কৃষি সন্মাননিধি প্রকল্প চালু করা হয়েছে যা বিগতদিনে দেখা যেতনা। জেলাপরিষদের সভাধিপতি জানান বর্তমান সময়ে যে সকল লোকজন পশুপালন করছে তাদেরকেও ভাতা প্রদান করা হবে। কৃষকদের কোনোপ্রকার সামগ্রীর প্রয়োজনহলে পঞ্চায়েত সমিতিতে আবেদন করারজন্য জানান জেলা সভাপতি। পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জেলা পরিষদে ডিমান্ড গেলে কৃষকদের সেইসকল সামগ্রী প্রদান করা হবে। আজকের এই কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান জেলাপরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত।

ঘিলাতলী বিদ্যালয়ে বাইসাইকেল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১ জানুয়ারি: ঘিলাতলী বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য শুধু যাতায়াতের একটি মাধ্যম নয় বরং তাদের আত্মবিশ্বাস ও স্বাবলম্বিতা বৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেছেন আয়োজকরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি নিতাই বল ছিলেন নেতৃত্ব দেন রাজীব পাল, সরস্বতী দেবনাথ সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা। বাইসাইকেল পেয়ে শিক্ষার্থীরা উচ্ছ্বসিত। তারা জানিয়েছে, এই উদ্যোগ তাদের স্কুলে আসা-যাওয়ার কষ্ট লাঘব করবে এবং শিক্ষাজীবনে নতুন উদ্যম যোগ করবে। একইসঙ্গে এটি তাদের ভবিষ্যতে বড় স্বপ্ন দেখতে ও তা পূরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেবে। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে মন্ডল সভাপতি নিতাই বল বলেন, 'শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ছোট উদ্যোগ হলেও এর প্রভাব বিশাল। এটি তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।' বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করেছে, এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, যা সমাজে নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১৫-১৮ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে নিয়োগ র‍্যালি অগ্নিবীর প্রকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ে (ফেইজ-২)

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি: আগামী ১৫-১৮ জানুয়ারি আগরতলায় এক নিয়োগ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে। অগ্নিবীর প্রকল্পে নিযুক্তি প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা থেকে শর্ট লিস্ট হওয়া প্রার্থীদের জন্য এই রিক্রুটমেন্ট র‍্যালি ১৫-১৮ জানুয়ারি আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। রিক্রুটমেন্ট র‍্যালিতে প্রার্থীদের মধ্যে যারা অনলাইন কমন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের জন্য ১.৬ কিমি দৌড় এবং সাধারণ শারীরিক পরীক্ষা এবং শারীরের মাপ নেওয়া হবে। ভারতীয় সেনা বাহিনীর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে শর্টলিস্টেড চাকুরি প্রার্থীদের ই-মেইল করে তা জানানো হয়েছে এবং শারীরিক যোগ্যতা র‍্যালির জন্য এডমিট কার্ড পাঠানো হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর শিলচর অফিস থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

অভয়ার নামে শপথ দিবসে আর জি কর হাসপাতালে প্রতিবাদ, মোমবাতি মিছিল

কলকাতা, ১ জানুয়ারি (হি. স.) : আর জি কর কান্ডে কর্তব্যরত মহিলা পিজিটি"র রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় নতুন বছরের প্রথম দিনে অভয়ার নামে শপথ দিবস পালিত। জুনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠনগুলির তরফে যে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেখানে বুধবার প্রতিবাদীরা জমায়েত গড়ে তোলে। এরপর সেখানে নানা কর্মসূচি পালন করে। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনে আর জি কর ইস্যুতে আন্দোলনকে আরো গতিময় করে তুলতে, আপামর রাজ্যবাসীর কাছে ফের সুবিচারের দাবিতেই এ নিয়ে আবেদন - মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টর"স ফোরাম ও নার্সেস ইউনিট, এই তিন সংগঠনের। তাদের পক্ষে এদিন আহুত শপথ দিবস রাজ্য জুড়ে পালিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান হয় আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে - ক্রাই অফ দ্য আওয়ার ভাস্কর্যের সামনে মাল্যদান পর্ব চলে। এরপর বক্তব্য পেশ ও শপথ বাক্য পাঠ করা হয়েছে। ওই মূর্তির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর স্লোগানে মুখরিত প্রতিবাদ মিছিলটি আর জি কর মেডিকেল কলেজ প্রদক্ষিণ করে ও আন্দোলনের ধর্না মঞ্চে তা শেষ হয়েছে। বক্তব্য রাখেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র, সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, নার্সেস ইউনিটির সম্পাদিকা সিস্টার ভাস্বতী মুখার্জি, ডব্লুবিজেডিএফ (ঢক্ষজ্ঝঙ্গচ) এর নেতৃবৃন্দ ডাঃ অনিকেত মাহাত, ডা. আশফাকউল্লাহ নাইয়া, ডা. বৈশালী বিশ্বাস- ডা. গৌরাঙ্গ প্রামানিক প্রমুখ।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আর জি কর মেডিকেল কলেজের রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন ও ছাত্র ও ছাত্রীদের নেতৃবৃন্দ। শপথ দিবসে মোমবাতি মিছিলের পরে ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বলেন, নতুন বছরের প্রথম দিনের শপথ বিচারের দাবিতেই আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য শপথ গ্রহণের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে আবেদন যে, দেশের যেখানেই অবিচার হোক না কেন তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অভয়ার (তিলোত্তমার) ন্যায়বিচার না পাওয়া অবধি এই আন্দোলন জারি থাকবে। সুতরাং তাদের নতুন স্লোগান - নতুন বছর নতুন আলো, প্রত্যয়ের মশাল জ্বালো।

মেট্রোতে হারানো ব্যাগ উদ্ধার, যাত্রীর হাতে ফেরত

কলকাতা, ১ জানুয়ারি(হি.স.): ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৭:৫০ নাগাদ দমদম মেট্রো স্টেশনে রুটিন টহলরত আরপিএফ কর্মীরা প্ল্যাটফর্মে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ খুঁজে পান। এরপর ব্যাগটি স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের দফতরে জমা দেওয়া হয়। ব্যাগ খুলে দেখা যায়, এর ভিতরে বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী রয়েছে। ব্যাগটির মালিককে খুঁজে পেতে স্টেশন মাস্টার প্ল্যাটফর্মে বারবার ঘোষণা করেন এবং একইসঙ্গে কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে সমস্ত স্টেশনে বার্তা পাঠানো হয়।প্রায় ২০:৩০ নাগাদ এক যাত্রী স্টেশন মাস্টারের দফতরে এসে ব্যাগটির মালিকানা দাবি করেন। সঠিক যাচাই ও প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ব্যাগটি তার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বুধবার মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়।

নতুন বছরে প্রসব হওয়া শিশুদের স্বাগত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জানুয়ারি: ইংরেজি নতুন বছরে আগরতলার আইজিএম হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে রবিবার রাত ১২ টা থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত দুইটি কন্যা শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। নতুন বছরে প্রসব হওয়া শিশুদের স্বাগত জানায় হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের নার্সরা।

নতুন অতিথিদের নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেন তাঁরা। নতুন বছর ২০২৫-এ নবাগতদের আগমনে খুশি পরিবারের সদস্যরাও। আইজিএম হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের এক নার্সিং অফিসার নতুন বছরে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুদের সুস্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।"

ইংরেজি নববর্ষের দিনেই ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে জন্ম নিল ৪ পুত্র সন্তান। শিশু সহ মায়েরা সুস্থ রয়েছেন। নববর্ষের পুত্র সন্তান লাভের খুশি সংশ্লিষ্ট পরিবারের সকলেই।

২০২৫ সালের প্রথম দিনটি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের জন্য একটি বিশেষ আনন্দের দিন হয়ে উঠেছে। আজ, বছরের প্রথম দিনেই সেখানে জন্ম নিয়েছে চারটি নবজাতক শিশু। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ছেলে। এই শুভ ঘটনায় নবজাতকদের পরিবার, বিশেষ করে তাদের মা-বাবারা অত্যন্ত খুশি।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের নার্স ও ডাক্তাররাও আনন্দিত, কারণ বছরের প্রথম দিনেই তাদের হাসপাতালের ইতিহাসে এমন একটি সুন্দর ঘটনা যুক্ত হলো। চারজন নবজাতকই সুস্থ ও সবল এবং তাদের গর্ভধারিণী মায়েরাও সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। এই দিনটি শুধু নবজাতকদের পরিবারগুলোর জন্য নয়, বরং পুরো হাসপাতাল ও ধর্মনগরবাসীর জন্যও একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। নতুন বছরের সূচনায় এই চারটি প্রাণের আগমন সবার মন ভরিয়ে দিয়েছে আনন্দ ও আশার আলোয়।

দুর্ঘটনায় মৃত এক

ফতেয়াবাদ, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : হরিয়ানার খারাখেদি গ্রামের কাছে হিসার রোডে লরির ধাক্কায় মৃত এক যুবক। জানা গেছে ,ফতেহাবাদের ভাটিয়া কলোনির বাসিন্দা রমেশ কুমার পেশায় লরি চালক ,তিনি মঙ্গলবার রাতে আগ্রা থেকে ফতেহাবাদে যাচ্ছিল ,এমন সময় উল্টো দিক থেকে আসা লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আহত যুবককে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

টাকার বিনিময়ে বিদেশি ডলার পাইয়ে দেওয়ার লোভে প্রতারিত, গ্রেফতার দুই ব্যক্তি

বীজপুর, ১ জানুয়ারি(হি.স.): টাকার বিনিময়ে বিদেশি মুদ্রা পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বীজপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল রাজু বিশ্বাস ও আফতাব করাদি। রাজুর বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরপুরে এবং আফতাবের বাড়ি বাংলাদেশে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাতে কাঁচরাপাড়া মণ্ডল বাজার এলাকায় নদীয়া জেলার তাঁত শিল্পী আকবর শেখকে বিদেশি মুদ্রা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ডেকে পাঠানো হয়। এক লাখ টাকার বিনিময়ে তাঁকে সউদি আরবের একটি মুদ্রা ও টিনের কয়েন দিয়ে এলাকা ছাড়ানো হয়। কিছুক্ষণ পরে আকবর শেখ বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন এবং বীজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং দুজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে নগদ ৪৮ হাজার টাকা, টিনের কয়েন তৈরির কাঁচি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। পুলিশের কাছে অভিযুক্তদের কাছে থাকা সামগ্রী ও উদ্ধারকৃত টাকা তাদের প্রতারণার অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ।

পুলিশ বর্তমানে এই চক্রের অন্য কোনো সদস্যের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে এবং ধৃতদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

ব্যবসা বাণিজ্যে ভাঁটার টান, নতুন বছর কেমন যাবে উদ্বেগের মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতারা

।। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য।।

বিদায় নিয়েছে ২০২৪, আজ থেকে শুরু হয়েছে ২০২৫। কিন্তু সর্বত্রই ব্যবসা বাণিজ্যে ভাঁটার টান পড়ে রয়েছে। বছরের বাকি দিন কেমন যাবে এই ভাবনায় রয়েছেন ক্রেতা বিক্রেতারা।

ত্রিপুরা রাজ্যের বাণিজ্যেক শহর নামে পরিচিত ধর্মনগর থেকে এক সময়ে চাল ডাল তেল, লোহা লক্কর সহ বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী গোটা উত্তর ত্রিপুরা জেলায় পাঠানো হত। অন্যদিকে কিছু কিছু পণ্য সামগ্রী রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বাণিজ্যিক শহর ধর্মনগরের ব্যবসা বাণিজ্যের হাল অত্যন্ত খারাপ। ধর্মনগরের রপ্তানি বাণিজ্য পূর্বের গৌরব হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি রাজ্যের উত্তর জেলার ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর, পানিসাগর, কদমতলা বড় বাজারগুলির পাশাপাশি ছোট বাজারগুলির অবস্থাও ক্রমশ অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এদিকে, মফস্বল এলাকায় বিভিন্ন বাজারে দোকানিরা দোকান সাজিয়ে বসে থাকলেও সারাদিনে ক্রেতাদের দেখা মেলে না। অনেক দিন এমনও হয় যেদিন ধর্মনগর শহর সন্ধ্যা হতেই ফাঁকা হয়ে যায়। কিন্তু বিগত বছর আগে অবধিও ধর্মনগর শহর রাত জাগত। গভীর রাত পর্যন্ত শহরের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি খোলা রাখতে হত। দোকানে ক্রেতাদের ভিড় দেখা যেত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা একই তালে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। কিন্তু বর্তমান সময়ে এর ঠিক উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে। ব্যবসার অবস্থা খারাপ হওয়ার ফলে ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছে।

পূর্বে ধর্মনগরে বাজারগুলিতে সাপ্তাহিক হাটবার বসতো। বাজারগুলিতে দিনরাতে ক্রেতাদের আনাগোনা ছিল। গোটা বছরের পাশাপাশি শীতের মরশুমে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল চলত। দেদার শীত বস্ত্র বিক্রি হত। কিন্তু এবছর জেলার বিভিন্ন বাজার ফাঁকা। এবছর শীতের মরশুম শুরু হলেও বাজারগুলিতে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমনকি সাপ্তাহিক হাটবারের দিনেও বাজারগুলি ফাঁকা থাকছে। সন্ধ্যা হতেই বাজার জনশূন্য হয়ে পড়ছে। এদিকে, উত্তর জেলার বাজারগুলির অন্যতম আকর্ষণ ছিল পশু হাট। ওই পশু হাটগুলিতে জেলার বিভিন্ন এলাকার পশু পালকরা গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি নিয়ে আসতো বেচাকেনার জন্য। জেলার অর্থনীতিতে পশু হাটগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বর্তমানে পশু ব্যবসায়ীরা ক্রয় বিক্রয়ে নানা সমস্যার মধ্যে পড়ছে। তার জন্য অনেক ব্যবসায়ী এই ব্যবসা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বাজারগুলিতে মন্দার প্রভাব স্পষ্ট।

এদিকে, গত বছরের ভয়াবহ বন্যার প্রভাব এখন ও বিদ্যমান। বন্যার ফলে কৃষিরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। বন্যার পরবর্তী সময় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষকরা সময় মতো চাষ আবাদ না করতে পারায় আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতি হয়েছে তাদের। শহরের বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর বক্তব্য হলো একসময় তাদের বেচাকেনা খুব ভালো ছিল। মহাজনদের সাথে লেনদেনও ভালো হতো। কিন্তু বেচাকেনা খারাপ হবার ফলে মহাজন দের সাথে ঠিকমত লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে না। জেলার বিভিন্ন বাজারে মন্দার ভাব সৃষ্টি হওয়ার কারণে বিশেষত ছোট ছোট দোকানদাররা ব্যবসায়ীরা সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়েছে।এক দোকানদার জানান অর্থ উপার্জন কমে যাওয়ার কারণে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। ফলে নতুন বছর কেমন যাবে এই এই ভাবনায় বছরে র প্রথম দিনেই ক্রেতাবিক্রেতা এবং সাধারন মানুষের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।